Scanned by CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

যখীরায়ে কারামত

"বারাহীনে কাতইয়া ফি মাওলেদে খাইরীল বারিয়্যাহ" (খন্ড)

বাংলা মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম)

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ কারামাত আলী (রঃ)
জৌনপুরী

প্রকাশনায়

মৌলানা মুহম্মদ ফূজৈল জৌনপুরী বিণ শেখুত তরীকত মৌলানা গালিব হুসাইন জৌনপুরী

ঠিকানা

গালিব মান্জিল মুল্লা টোলা জৌনপুর ভারত

+918960084528

(মারকাজ তালিব উল উলুম)

সূচীপত্র

৬ষ্ঠ ওয়াজ

৭ম ওয়াজ

৮ম ওয়াজ

"বারাহীনে কাতেয়া ফি মাওলুদে খাইরিল বারিয়্যাহ"

প্রথম ওয়াজ

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট অভিশপ্ত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

بسم الله الرّحمن الرّحيم

আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি দাতা পরম করুণাময়

لَقَد جَاءكُم رَسُولٌ مِن انفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ -

(২) তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এমনি একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন, যাঁহার নিকট তোমাদের বিপদাপন্ন হওয়া বড়ই অসহ্য, তিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী, বিশ্বাসীগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল করুণা পরায়ন।

–১১, পারা, তাওবা, রুকু ১৬, আয়াত ১২৮।।

اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَسَلِّمْ -

১'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেস্তাগণ নবীর প্রতি রহমত বর্ষন করিতেছেন, হে বিশ্বাসীগণ। তোমরাও এই নবীর প্রতি দরূদ পাঠাইতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠান অব্যাহত রাখ।

–২২ পারা, আহজাব, রুকু ৭, আয়াত ৫৬।।

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও তাঁহার বংশধরের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষন করুন।

সৃষ্টির অস্তিত্বের কারণ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

আমি আল্লাহ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি দাতা ও পরম করুনাময়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَبْدَءِ الأَنْوَارِ الذى لَمَّا خَلَقَ ادَمَ اَلْهَمَه ان قَالَ يَارَبِّ لِمَ كَنَّيْتَنِى اَبَا مُحَمَّدٍ - قَالَ اللّٰهُ تَعَالى يَا ادَمُ اِرْفَعْ رَاسَكَ فَرَفَعَ اسَه فَرَاى نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سُرَادِقِ العَرْشِ الْمُعَلّى - فَقَالَ يَارَبِّ مَاهٰذَا النُّورُقَالَ هٰذَا نُوْ نَبِيٍّ مِّنْ ذُرِّيَّتِكَ اِسْمُهٗ فِى السَّمَاءِ اَحْمَدُ وَفِى الأَرْضِ مُحَمَّدٌ لَوْلاَهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلاَخَلَقْتُ سَمَاءً وَلا ارضًا -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। যিনি নূর সৃষ্টির মূল ও উৎস। তিনিই আল্লাহ যিনি হযরত আদমকে (আঃ) পয়দা করিবার পর ইলহামের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আদম (আঃ) এই শিক্ষা পাইয়া আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ! আমার কুনিয়াত কেন আবু মুহাম্মাদ অর্থাৎ মুহাম্মাদের পিতা রাখিয়াছেন? তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে আদম। তোমার মাথা উঠাও এবং উপরের দিকে তাকাইয়া দেখ। আদম (আঃ) তখন মাথা উঠাইয়া আরশ মুয়াল্লার পর্দায় প্রিয় নূর নবী মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের নূর দেখিতে পাইলেন।

অতঃপর আদম জিজ্ঞাসা করিলেন,-হে আল্লাহ! ইহা কাহার নূর? আল্লাহ বলিলেন,-হে আদম! তোমার সন্তানগণের মধ্য হইতে এক নবীর নূর। আকাশে তাঁহার নাম আহমাদ এবং পৃথিবীতে মুহাম্মাদ, (রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লাম।) তাঁহাকে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকে এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টি করিতাম না।

সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মাদী সৃষ্টি

এই নূরের বিস্তারিত আলোচনা হাদীসের মধ্যে রহিয়াছে যাহা মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া গ্রন্থে হযরত জাবির বিন্ আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। জাবির (রাঃ) বলেন,-একদা আমি হজুরে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম কে জিজ্ঞাসা

করিলাম, হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক, আপনি এই খবরটি আমাকে জানাইয়া দিতে মর্জি করিবেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন? উত্তরে প্রিয় নূরনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ–সাল্লাম ফরমাইলেন,–হে জাবির। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছু সৃষ্টির পূর্বে তাঁহার নিজের নূর হইতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই নূরকে এমন শক্তি দান করিলেন যে, সেই নূর আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর ইচ্ছায় যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত। ঐ সময় লাওহ কলম, বেহেস্ত, দোজখ, ফেরেস্তা, আকাশ ও পৃথিবী এবং সূর্য, মানব ও দানব ইত্যাদি কিছুই ছিল না।

নূরে মুহাম্মদী হইতে সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মাখলূকাত সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। সেই সময় এই নূরকে চার ভাগে বিভক্ত করতঃ প্রথম অংশ হইতে কলম, দ্বিতীয় অংশ হইতে লাওহ্ মাহফুজ এবং তৃতীয় অংশ হইতে আরশ মুয়াল্লাহ সৃষ্টি করিলেন। পুনরায় ৪র্থ অংশকে আবার চার ভাগে পৃথক করিলেন। ১ম অংশ দ্বারা আরশ বহনকারী ফেরেস্তাগণ এবং ২য় অংশ দ্বারা কুরসী (সিংহাসন) আর ৩য় অংশ দ্বারা অবশিষ্ট অন্যান্য সকল ফেরেস্তাকে তৈয়ার করিলেন। এর পর এই ৪র্থ অংশকে আবার চার ভাগ করিলেন, প্রথম অংশ হইতে সমস্ত আসমান এবং দ্বিতীয় অংশ হইতে সমস্ত জমিন আর তৃতীয় অংশ হইতে বেহেস্ত ও দোজখ সৃষ্টি করিলেন। পুনরায় আল্লাহ তায়ালা নূরের অবশিষ্ট এই ৪র্থ অংশটিকে চার অংশে বিভক্ত করিলেন, ১ম অংশ হইতে মুমিন বান্দানের চোখের জ্যোতি এবং ২য় অংশ হইতে তাহাদের অন্তরের জ্যোতি আর ইহাই হইতেছে আল্লাহ তায়ালার মারেফাত। এবং ৩য় অংশ হইতে মুমিনদের তাওহীদ বা একত্ববাদের নূর তথা لا اله الا الله محمد رسول الله এই কালেমার নূর পয়দা করিলেন। হাদীসের শেষ পর্যন্ত, 'মাওয়া হিবুল্লাদুন্নিয়া কিতাবে এই ভাবেই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

দরূদ

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِنْ صَلٰوةٍ وَتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

عَلَيْهِ - وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا –

হে আল্লাহ! ছালাত ও সালামের সর্বোত্তম খোশ্‌বু দ্বারা তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) পবিত্র মাজার শরীফ সুরভিত ও খোশবু ময় করিয়া রাখুন।

আয় আল্লাহ! তাঁহার মোহাম্মাদের উপর দরূদ ও সালাম, রহমত ও শান্তি এবং বরকত ও কল্যাণ অবতীর্ণ করুন। তাঁহাকে আমাদের জন্য আপনার মুঞ্জুরী ও কবুলপ্রাপ্ত শাফায়াতকারী রূপে বানাইয়া রাখুন। আর তাঁকে উসিলা ও উচ্চ সম্মানের এবং উন্নতমানের মর্যাদা দান করুন, আর মাকামে মাহমুদে অর্থাৎ প্রশংসিত স্থানে রাখিতে মর্জি হয়।

(১) উসিলা,–হজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, উসিলা বেহেস্তের একটি জায়গার নাম, সেখানে আল্লাহ তালায়ার এক খাছ বান্দা ছাড়া আর কেহই যাইতে পারিবে না। আশা করিতেছি সেই বান্দা আমিই হইব। (২) 'ফাদিলাতা' সমস্ত সৃষ্টজগতের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ একটি মরতবা ও বিশেষ সম্মানের নাম। ইহা বেহেস্তের কোন স্থানের নামও হইতে পারে। (৩) প্রশংসার স্থান–এখানে পূর্ববর্ত্তি ও পরবর্ত্তি সকলেই আমাদের প্রিয় নূর নবীর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম প্রশংসা করিবেন। বস্তুতঃ ইহাই হইবে শাফায়াত করার জায়গা।

দ্বিতীয় ওয়াজ

রওজা মোবারক মাটি ও বেহেস্তের পানি

কা'বুল আহবার হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন,–আল্লাহ্ তায়ালা যখন প্রিয় নূরনবী মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ–সাল্লামকে পয়দা করার ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি জিব্রাঈলকে (আঃ) পৃথিবীর ঐ মাটি নিয়া আসার জন্য হুকুম করিলেন, যাহা হইবে জমিনের দিল ও আলো এবং নূর ও জ্যোতি। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন,–অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) ফিরদাউসের ফেরেস্তা ও সর্বোচ্চ মর্যাদাশালী অন্যান্য ফেরেস্তা–সহ নীচে নামিয়া আসিলেন এবং প্রিয় নূরনবী মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ–সাল্লামের মাটি তাঁহার পবিত্র কবর শরীফ হইতে আহরণ করিলেন।

ঐ মাটি সাদা ও জ্যোর্তিময় ছিল। উক্ত মাটি বেহেস্তের তাছনিম নামীয় নহরের

পানির সহিত মিশ্রিত করা হইলে উহা সাদা মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া গেল। উহার উজ্জ্বলতা অত্যধিক প্রখর ছিল। এর পর ফেরেস্তাগণ উহাকে লইয়া আরশ ও কুরছির চতুর্দিকে এবং আসমান, জমিন, পাহাড় ও সমুদ্র মধ্যে ঘুরাইয়া আনিলেন। ইহাতে সকল ফেরেস্তা ও সমস্ত সৃষ্টিজগত হযরত আদম (আঃ) সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে আমাদের সরদারে-দোজাহান প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামের পরিচয় পাইয়া গেল এবং তাঁহার বুজর্গী ও ফজিলত সম্পর্কে জানিয়ালইল।

সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য ও সৃষ্টিজগত প্রদর্শন

উক্ত মাওয়াহিবে-লাদুন্নিয়া কিতাবে আরো লেখা রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়া 'নূরে মুহাম্মাদী' তাঁহার পিঠে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে আদম আলাইহিস্ সালামের আননে উক্ত নূর চমকিতে শুরু করিল এবং সমস্ত নূরের উপর বিজয়ী হইতে লাগিল। পুনরায় আল্লাহ তায়ালা উক্ত নূরকে তাঁহার বাদশাহী সিংহাসনে উঠাইলেন এবং উক্ত সিংহাসনে ফেরেস্তাদের কাঁধে রাখিয়া তাহাদের প্রতি আদেশ জারি করিলেন। তখন ফেরেস্তাগণ আসমানের মধ্যে ঐ নূরকে নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন। ইহাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার হাবীবকে নিজের আশ্চর্য বাদশাহত ও কুদরতেরনিদর্শনসমূহদেখাইয়ালইলেন।

নূরের অর্থ ও মুহাম্মাদ নাম রাখার কারণ

'আল্লাহ তায়ালার নূর হইতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামের নূর সৃষ্টি, ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা যে নূর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সৃষ্টিগত নূর হইতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে এই কথা বলার আর সুযোগ থাকিবেনা যে, 'জাতে কাদিমের (আল্লাহর) অংশ আছে, সেই অংশ হইতে হাদেসের (মুহাম্মদের সৃষ্টির) অস্তিত্ব হইয়াছে। নাউজুবিল্লাহ। (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টিকরা নূর হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন।) কেননা আলাহ তায়ালা যে কোন জিনিষের নতুনভাবে সৃষ্টিকারী ও বিনা অস্তিত্বে অস্তিত্ব দানকারী। উপকরণ ব্যতীতই তিনি সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। মাওলূদে বারজাঞ্জির ব্যাখ্যাকারী আবদুল্লাহিল ফারেসিল মক্কী (রাঃ) ঠিক এই রূপ ভাবেই লিখিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে এই নূর সৃষ্টির রহস্য এই যে, আল্লাহতালা সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার পূর্বে এই নূরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এই নূরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসাবে নিজের জাতেপাকের দিকে সম্বোধন করতঃ نوری আমার নূর" বলিয়া আখ্যায়ীত করিয়াছেন। যেরূপ ভাবে আল্লাহ তায়ালা নিজেরদিকে সম্বোধন করিয়া بيت الله আল্লাহর ঘর বলিয়া ঘরের ইজ্জত বাড়াইয়া দিয়াছেন, তদ্রুপ 'আমার নূর' বলিয়া নূরে মোহাম্মদীর ইজ্জত বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

এখানে نوری শব্দের আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে। অর্থাৎ প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লাম নিজের পবিত্র জাতের দিকে সম্বোধন করিয়াছেন। যেমন তিনি ফরমাইয়াছেন, اول ما خلق الله نوری। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধরনের সম্বোধন হইয়া থাকে সম্মান ও মর্যাদারবহিঃপ্রকাশেরউদ্দেশ্যে।

নুজহাতুল মাজালিসের একটি হাদীস দ্বারা উপরে বর্নিত ব্যাখ্যাটি আরো সুদৃঢ় হইতেছে। হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্নিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি এবং পৃথিবীকে নীচু এবং আকাশকে উচু করার ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি তাঁহার সৃষ্টি করা নূর হইতে কিছু নূর লইয়া বলিলেনঃ

كونی حبيبی محمدا صلعم অর্থঃ হে নূর, তুমি আমার হাবীব মুহাম্মাদ (সাঃ) হইয়া যাও" (অমনি সেই নূর হইতে নূরে-মুহাম্মাদী পয়দা হইয়া গেল) অতঃপর এই নূরে-মুহাম্মাদী (সঃ) হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টির পাঁচশত বৎসর পূর্বে আরশ মুয়াল্লা প্রদক্ষিণ করিয়াছিল এবং বলিতেছিল اَلْحَمْدُ لِلّٰه। সেই সময় ইহাই ছিল তাঁহার জিকির। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেনঃ من اجل ذلك سميتك محمدا। হে দোস্ত। এই জন্যইত আমি আপনার নাম মুহাম্মাদ রাখিয়াছি।

উপরে হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসে যে কথাটি বলা হইয়াছিল قبض قبضة من نوره তাঁহার নূর হইতে এক মুষ্টি (কিছুটা) নূর লওয়া হইল। এক মুষ্টি লওয়ার ব্যাখ্যাটি হযরত আলীর (রাঃ) এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার হইয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসুল। আপনি কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন? হুজুর ফরমাইলেন,-যখন আমার মাবুদ আমার নিকট ওহি প্রেরণ করিলেন, তখন বলিলাম,-হে আমার আল্লাহ্‌। আপনি আমাকে কি জিনিষের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,-আমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের কসম! যদি

আপনি না হইতেন তবে আমি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করিতাম না। পুনরায় আমি বলিলাম,-হে মা'বুদ। আমাকে কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? এইবার আল্লাহতায়ালা ফরমাইলেন,-হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লাম।) আমি আমার সাদা নূরের স্বচ্ছতা ও নির্মলতার প্রতি লক্ষ্য করলাম যেই নূরকে আমি কুদরতের দ্বারা প্রথম হইতেই নতুনভাবে আমার হুকুমে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি উহার সম্মান প্রকাশার্থে উহাকে আমার আজমতের দিকে সম্বোধন করিলাম, এর পর উক্ত নূর হইতে এক অংশ বাহির করিয়া উহাকে আবার তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশ হইতে আপনাকে ও আপনার আহলে-বাইতকে (বংশকে) তৈয়ার করিয়াছি এবং দ্বিতীয় অংশ হইতে আপনার বিবিসকল ও সাহাবীদিগকে আর তৃতীয় অংশ হইতে যাহারা আপনার প্রতি মহব্বৎ ও ভালবাসা রাখে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি।

কিয়ামতের দিবসে উক্ত নূর পুনরায় আমার নূরের *দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে। আমার অনুগ্রহে আপনাকে ও আপনার আহলে বাইতকে এবং আপনার স্ত্রী ও ছাহাবাদিগকে আর যাহারা আপনাকে সর্বাধিক মহব্বত করে তাহাদিগকে আমার বেহেস্তে প্রবেশ করাইব। অতএব আপনি আমার পক্ষ হইতে উপরোল্লেখিত লোকদিগকে বেহেস্তে দাখেল হওয়ার এই মহা সুসংবাদ জানাইয়া দিন।

আদমের পৃষ্ঠ হইতে কপালে নূর আনয়ন উহার প্রতি ঈমান ও ফেরেস্তাদের দর্শন

আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের নূর হইতে হযরত আদমের নূর তৈয়ার করিলেন এবং আদমের মাটি হইতে হুজুর পাকের শরীর মুবারক পয়দা করিলেন। তার পর আদমের পিঠে নূরে মুহাম্মাদী রাখিয়া দিলেন।

এই নূরকে দুই নয়নে অবলোকন করিবার জন্য আদমের পিছনে ফেরেস্তাগণ কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং নয়ন ভরিয়া প্রিয় নূর নবীর 'নূর' দেখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আদম (আঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ। এই ফেরেস্তাদের কি হইয়াছে তাহারা কেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? উত্তরে আল্লাহ বলিলেন, হে আদম। এই ফেরেস্তারা আমার হাবীবের নূর দেখিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আদম (আঃ) পুনরায় বলিলেন,-হে মা'বুদ মেহেরবানি করিয়া নূরকে আমার আননে আনিয়া দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ নূরকে আদমের পদৃষ্ঠ হইতে আনিয়া কপালে রাখিয়া দিলেন। এইবার ফেরেস্তাদের কাতার আদমের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হযরত আদম

(আঃ) নূরের আশেক হইয়া নিজে নূর দেখার অভিপ্রায়ে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আবার আরজ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক। এই নূরকে দয়া করিয়া এমন স্থানে রাখুন আমিও যেন সেই নূর দেখিয়া নিজেকে ধন্য করিতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আদমের দোয়া কবুল করিয়া সেই নূরকে আদমের (আঃ) মুসাব্বা (তর্জনী) নামীয় আঙ্গুলে রাখিলেন।

আদম (আঃ) ঐ আঙ্গুলটি উপরের দিকে উঠাইয়া স্বচক্ষে নূর দেখিয়া উক্ত নূরের উপর ঈমান আনিয়া বলিলেন,-

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

অর্থ–আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার রাছুল। হযরত আদম আবার বিনয়ের সহিত বলিলেন, হে আল্লাহ! এই নূর হইতে আর কিছু নূর অবশিষ্ট আছে কি? আল্লাহ তায়ালা ফরমাইলেন, হাঁ, সেই নূরের ছাহাবাদের নূর বাকী আছে। আদম (আঃ) আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ!

অবশিষ্ট নূরগুলিকে আমার বাকী আঙ্গুলগুলিতে আনিয়া সংস্থাপন করুন। সেই সময় আল্লাহ তায়ালা হযরত আবুবকরের নূরকে মধ্যমা আঙ্গুলে, হযরত ওছমানের নূরকে কনিষ্ঠা আঙ্গুলে এবং হযরত আলীর নূরকে বৃদ্ধা আঙ্গুলে সংস্থাপন করিয়া দিলেন।

অতঃপর আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেন তখন উক্ত নূরগুলি পুনরায় আদমের পিঠে চলিয়া গেল। প্রথমে যেইভাবে ছিল সেই ভাবেই রহিল।

আরাফাতের ময়দানে নূরে মুহাম্মাদী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) হাওয়ার নিকট তাশরীফ নিলেন

অবশেষে আল্লাহ তায়ালার তাকদীর অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) যখন আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হইলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা আদমের নিকট বেহেস্তের 'নহর' পাঠাইয়া দিলেন। হযরত আদম (আঃ) উক্ত নহরে গোসল করিয়া হাওয়া বিবিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ঐ সময় এই পবিত্র নূর হাওয়া বিবির নিকট চলিয়া গেল। এর পর হইতে নূরে মুহাম্মাদী এক পুরুষের পৃষ্ঠ হইতে অন্য পুরুষের পিঠে এবং এক মহিলার পেট হইতে অন্য মহিলার পেটে স্থানান্তরিত হইয়া

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত আসিয়া পৌছিল। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এই পবিত্র নিয়মে তাঁহার প্রিয় হাবীবের পবিত্র নূর অতি পবিত্রতার সহিত হযরত খাজা আবদুল্লাহ এবং তথা হইতে হযরত আমিনা পর্যন্ত পৌছিয়া গেল)।

হযরত আদমের উপদেশ

উক্ত মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া কিতাবে আরো লেখা আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের সময় তাঁহার পুত্র শিষ (আঃ) নিজ সন্তানদের উপর নূরে-মুহাম্মাদী হেফাজতের ওছিয়াত করার জন্য আদমের পক্ষ হ তে ওছিয়াত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর হযরত শিষ (আঃ) তাঁহার সন্তানদেরকে নূর হেফাজতের ঐ ওছিয়াত করিয়া যান, যাহা তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। হযরত আদম (আঃ) এর ওছিয়াত এই ছিল,-'সাবধান'। এই পবিত্র নূর যেন পবিত্র নারীর মধ্যে রাখা হয়। হযরত আদমের এই পবিত্র ওছিয়াতটি যথাক্রমে এক যুগ হইতে দ্বিতীয় যুগ, দ্বিতীয় যুগ হইতে তৃতীয় যুগ, এই ভাবে শেষ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। কোনকালে বা কোন সময়ে বন্ধ ছিল না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এই পবিত্র নূরকে আবদুল মুত্তালিব ও তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ পর্যন্ত আনিয়া পৌছাইয়া দিলেন। পবিত্রময় আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় হাবীব নূর নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামের 'নছব শরীফ জাহিলিয়াতের জিনা ও ব্যভিচার (এবং কুফরী ও শেরেকী) হইতে পবিত্র রাখিয়াছিলেন।

পবিত্র বংশের কেহই ব্যভিচারী ছিলেন না

হযরত আবু নুয়াঈম (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে মারফুয়ান বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লাম ফরমাইয়াছেন,-আমার পিতা ও মাতাগণ কখনও জিনায় বা ব্যভিচারে লিপ্ত হন নাই।

সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালা আমাকে পবিত্র পৃষ্ঠ দেশ হইতে পবিত্র রেহামে পবিত্র ভাবে স্থানান্তরিত করিতেছিলেন। (যাহা পূর্ব হইতেই) পবিত্র ছিল সুসজ্জিত ছিল। যখন দুইটি শাখা বাহির হইত তখন আমি এদই দুই শাখার উত্তম শাখায় থাকিতাম। (অর্থাৎ যখন আমার কুষ্টির পিতা-মাতাদের মধ্য হইতে কাহারো দুই সন্তান হইত তখন আমি উহাদের মধ্যে যিনি উত্তম হইতেন তাঁহার পিঠে অথবা রেহামে আসিতে ছিলাম।)

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রিয় নূর-নবী হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে,-অ-সাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে পবিত্র দরেহামে (জরায়ুতে) স্থানান্তরিত করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার অর্থ আমার নূরকে উক্ত নিয়মে আল্লাহ তায়ালা স্থানান্তরিত করিতেছিলেন। ইহা ঐ নূর যাহা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম আরশ মুয়াল্লার পর্দায় দেখিয়াছিলেন।

'তাহকীকুল মাকাম আলা কেফায়াতিল আওয়াম' কিতাবে বলা হইয়াছে যে, প্রিয় নূর নবী মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের উপরোক্ত বাণী "আমি সদা সর্বদা পবিত্র পুরুষের-পৃষ্ঠ দেশ হইতে পবিত্র নারীর রেহামে স্থানান্তরিত হইয়া আসিতেছিলাম" এই মহা পবিত্র হাদীস দ্বারা কোন কোন আলেম দলিল পেশ করিয়াছেন যে, শাহান-শাহে দোজাহানের পিতা ও পিতামহগণ আদম পর্যন্ত এবং মাতা ও মাতামহগণ কেহই কাফের ছিলেন না। কেননা, 'তাহারাত' বা পবিত্রতা মুমিন ছাড়া আর কাহারো জন্য বলা যাইতে পারে না। ইহা মুমিনের গুণবাচক হিসাবে ব্যবহার হইয়া থাকে।

ইসমাঈলী বংশে জন্ম

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে হযরত ওয়াছিল বিন আছকিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রিয় নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাঈলের (আঃ) সন্তানগনের মধ্য হইতে কিনানা কে নির্বাচিত করিয়াছেন এবং কিনানার বংশ হইতে কুরাইশকে মনোনীত করিয়াছেন। আবার কুরাইশ হইতে হাশেমী বংশকে এবং হাশেমী হইতে আমাকে সম্মানীত ও মনোনীত করিয়াছেন। (অর্থাৎ নবুয়াত ও রেসালাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা আমাকে সর্ব উচ্চ বংশে পয়দা করিয়াছেন।)

আদম ও হাওয়া হইতে আবদুল্লাহ ও আমিনা পর্যন্ত নূরে মুহাম্মাদীর শুভাগমন

মূল কথা হইতেছে, এই নূর হযরত আদমের পিঠে রক্ষিত ছিল, তার পর সেখান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ক্রমান্বয়ে একের পর এক অতিক্রম করিয়া আবদুল মুত্তালিব ও তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ পর্যন্ত আসিয়া পৌছিল। এর পর আসমান ও জমিনে এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তি ও তাহাতাচ্ছারায় (পাতালে) যাহা কিছু আছে ইত্যাদি সবকিছুর

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা সেই পবিত্র নূর শরীফকে হযরত আমিনা জোহরিয়ার পবিত্র রেহামে পৌছাইয়াদিলেন।

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

তৃতীয় ওয়াজ

গর্ভাবস্থায় আমিনার স্বপ্নঃ নাড়ি কাটা ও খতনা করা অবস্থায় ভূমিষ্ট হওয়া

হযরত আমিনা জোহরীয়ার জরায়ুতে তাঁহার স্বামী খাজা আবদুল্লাহর পক্ষ হইতে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামের স্থান লইবার পর তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছেন,-হে আমিনা, আপনি গর্ভবতী হইয়াছেন। সমস্ত বিশ্বজগতের নেতা, সমস্ত সৃষ্টির সেরা তামাম দুনিয়ার সর্বোত্তম মহা মানব আপনার পবিত্র গর্ভে তাশরীফ আনিয়াছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করার পর তাঁহার পবিত্র নাম 'মুহাম্মাদ' (ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) রাখিবেন। আল্লাহ তায়ালার সালাত ও সালাম, রহমত ও শান্তি তাঁহার রাসূলের উপর বর্ষিত হউক। যাঁহাকে তাঁহার আম্মা আমিনা জোহরিয়াহ বিনা কষ্টে পাক-ছাফ অবস্থায় নাভীকাটা ও খতনা করার হালতে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ফজরের নামাজের কিছুক্ষণ পূর্বে প্রসব করিয়াছিলেন।

সেই বৎসরই হজুরের জন্মের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে কুখ্যাত হাতীর অধিপতি আবরাহা বাদশা কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া হাতী ও সৈন্যসহ সমূলে বিনাশ হইয়া গিয়াছে।

প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামের পয়দায়েশের খুশীতে মক্কা মুয়াজ্জামার মাঠ ও ময়দান মহানন্দে বিভোর হইয়া নাচিতেছিল। প্রিয় নূরনবীর উপর ও তাঁহার সমস্ত পরিবার-পরিজনদের উপর যাঁহারা

শান্তি ও মুক্তির জাহাজস্বরূপ ছিলেন, সকল সাহাবীগণের উপর যাঁহারা হেদায়তে পথ প্রদর্শনের নক্ষত্র রূপ ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা সদা সর্বদা অশেষ রহমত ও অফুরন্ত শান্তিবর্ষনকরিতেছেন।

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيمَ بِعَرْفِ شَذِيِّ صَلٰواةٍ وَّتَسْلِيمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَصَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا -

তাঁহার নাম ও বংশ পরিচয়

১। তাহার নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লাম) ২। পিতা খাজা আবদুল্লাহ ৩। তাঁহার পিতা খাজা আবদুল মোত্তালেব ৪। তাঁহার পিতা হাশেম ৫। তাঁহার পিতা আবদে মুনাফ ৬। তাঁহার পিতা কুসাই ৭। তাঁহার পিতা কিলাব ৮। তাঁহার পিতা মোর্‌রা ৯। তাঁহার পিতা কা'ব ১০। তাঁহার পিতা লুওয়াই ১১। তাঁহার পিতা গালিব ১২। তাঁহার পিতা ফিহির ১৩। তাঁহার পিতা মালিক। ১৪। তাঁহার পিতা নাদির ১৫। তাঁহার পিতা কিনানা ১৬। তাঁহার পিতা খুজাইমা ১৭। তাঁহার পিতা মুদরিকা ১৮। তাঁহার পিতা ইলিয়াস ১৯। তাঁহার পিতা মুদার ২০। তাঁহার পিতা নিজার ২১। তাঁহার পিতা মুয়াদ ২২। তাঁহার পিতা আদনান। প্রিয় নূরনবীর ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বংশ পরিচয় এই পর্যন্ত সকল জীবনচরিত লেখকগণের নিকট ঐক্যমত পাওয়াগিয়াছে।

তবে তিনি যে হযরত ইসমাঈলের (আঃ) বংশধর এবং তাঁহার ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বাপ-দাদাদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইদ্রিস (আঃ) হযরত শিষ (আঃ) রখিয়াছেন ইহাতেও কাহারো দ্বিমত নাই। তাঁহার উপর আর এই সকল আম্বিয়াগণের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত ও সালাম নাজিল হউক।

চতুর্থ ওয়াজ

হযরত ইসমাঈল ও আবদুল্লাহকে কোরবানী

আল্লাহ তায়ালা যখন সৃষ্টি জগতে "হাকীকাতে মুহাম্মাদিয়াকে" (মুহাম্মাদের নূরকে) রক্ত ও মাংসের দেহ এবং রুহের সহিত একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন, সেই সময় তাঁহাকে ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম যিনি যবেহের জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন সেই খাজা আবদুল্লাহর পিঠ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া হযরত আমিনা জোহরিয়ার গর্ভে পৌছাইয়া দিলেন। আমিনাকেই শুধু বিশ্বনবীর ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আম্মা হইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

হযরত ইসমাঈলের যবেহ সম্বন্ধে কুরআনে পাকে উল্লেখ আছে। তবে খাজা আবদুল্লাহর নাম যাবিহ হইবার দলিল এই হইতেছে যে, নূরনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লাম যিনি মহা সত্যবাদী, তিনি ফরমাইয়াছেনঃ

আমি এমন দুইজন লোকের সন্তান যাঁহাদেরকে যবেহের জন্য মনোনীত করা হইয়াছিল, (অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও খাজা আবদুল্লাহ)।

হাকীমের মুস্তাদরাকের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া বিন্ আবু ছুফিয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন একদা, আমার নূর নবীর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁহার ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম নিকট এক আরাবি (গ্রাম্য ব্যক্তি) আসিয়া হাজির হইল। সে হজুরের নিকট দুর্ভিক্ষ, মাল ধ্বংস ও সন্তানাদি বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ জানাইয়া বলিলঃ يَاابن الذين بيحين হে দুই যাবিহির (যবেহের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির) সন্তান। আল্লাহ আপনাকে গনিমাতের যে মাল দান করিয়াছেন উহা হইতে আমাকে কিছু দান করুন। প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লাম গ্রাম্য লোকটির উক্ত বাক্য শুনিয়া মুচকি হাসিলেন, অথচ মোটেই উহা অস্বীকার করিলেন না।

আবদুল্লাকে কোরবানী দেওয়ার কারণ

জমজমের কূপ বহু বৎসর বিরান ও নিরুদ্দেশ থাকার পর খাজা আবদুল মুত্তালিবের যুগে তিনি যখন উহা পুনরায় খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অহংকার ও গৌরব বাড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময় তিনি এই বলিয়া মান্নত করিয়াছিলেন

যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁহাকে ১০টি পুত্র সন্তান দান করেন আর যদি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে তাহা হইলে তিনি তাঁহার একটি পুত্র সন্তান আল্লাহর নামে কোরবানী দিবেন।

অতঃপর আলাহ তায়ালা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে,-হে আবদুল মুত্তালিব তুমি নিজের মান্নত পুরা কর; ইহাতে তিনি ভীত কম্পিত অবস্থায় সজাগ হইয়া গেলেন। মান্নত পুরা করার উদ্দেশ্যে সকল ছেলেদেরকে ডাকিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। ছেলেরা সকলেই যবেহ হইবার জন্য খুশীর সহিত স্বীকৃতি জানাইলেন। লটারী করা হইল। লটারীতে খাজা আবদুল্লাহর নাম উঠিল। কুরাইশগণ আবদুল মুত্তালিবকে বলিলেন, তুমি খাজা আবদুল্লাকে কোরবানী দিতে পারিবেনা, আমরা সকলেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি। খাজা আবদুল্লাহর পরিবর্ত্তে তুমি ১০০ উট কুরবানী দাও। আবদুল মুত্তালিব তাহাই করিলেন। খাজা আবদুল্লাহর কোরবানীর ইতিহাস অনেক বিস্তারিত এখানে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি।

হযরত মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রাঃ) স্বীয় কিতাব মাদাদেরজুন নাবুয়াতে এই কোরবানীর কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, খাজা আবদুল্লাহর সৌন্দর্য্য ও রূপ-গুণের কথা মশহুর ছিল, উপরন্তু কোরবানী দেওয়ার ঘটনাবলী সারাদেশে ছড়াইয়া তাঁহাকে আরো বহু গুনে সুবিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল, (আরবের নর নারীর নিকট তিনি একজন সৌন্দর্য্যের মহাপুরুষ হিসাবে সুপরিচিত তাই কোরাইশ নারীরা তাঁহার রূপের আশেকা হইয়া বিবাহ বসিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গন্তব্য পথের মাথায় দাড়াইয়া থাকিতে লাগিল, এবং নিজেদের দিকে তাঁহাকে আহবান জানাইতে শুরু করিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে পবিত্রতার পর্দার আড়ালে হেফাজতে রাখিয়া পবিত্র রাখিয়াছিলেন। আসলে খাজা আবদুল্লাহকে পবিত্র রাখাই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল।

আবদুল্লাহর সহিত আহলে কিতাবদের দুশমনি

ঐদিকে আহলে-কিতাব ইহুদি ও খৃষ্টান জাতি বিভিন্ন নিদর্শনাবলী (ও তাহাদের কিতাবে লিখিত প্রমাণ) দ্বারা জানিত যে, আখেরী জামানার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এখনও খাজা আবদুল্লার পৃষ্ঠে রহিয়াছেন। সুতরাং তাহারা খাজা

আবদুল্লাহর সহিত মহা শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিল। তাঁহাকে হালাক করার জন্য উৎপাতিয়া রহিল এবং তাঁহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সর্বদা মক্কা শরীফের আশে-পাশে দূত আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। দূতগণ বিভিন্ন অলৌকিক ও আশ্চর্য ঘটনা অবলোকন করতঃ ভীত ও সন্ত্রস্ত, লাঞ্ছিত ও লজ্জিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইত।

একদিন আবদুল্লাহ শিকারের উদ্দেশ্যে শহরের বাহিরে গিয়াছিলেন। ইহা অবগত হইয়া শাম দেশের দিক হইতে শত্রুদের একটি বিরাট দল খাজা আবদুল্লাহকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার হাতে লইয়া চলিয়া আসিল। এইদিকে প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামের আম্মা আমিনার পিতা ওহাব-বিন মুনাফও ঘটনাক্রমে সেই ময়দানেই উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি (ওহাব-বিন মুনাফ) অতি চতুর একদল অশ্বারোহী সৈন্য দেখিতে পাইলেন। ইহজগতের কোন মানুষের সাদৃশ্য তাঁহারা ছিলেন না। তাঁহারা অদৃশ্য হইতে আসিয়া উক্ত শত্রু দলকে পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করিয়া খাজা আবদুল্লাহ কে রক্ষা করিলেন।

আবদুল্লাহর বিবাহ

ওহাব বিন মুনাফ স্বচক্ষে এই ঘটনা অবলোকন করার পর সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকট (সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর) এই বলিয়া প্রস্তাব দিলেন যে, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহর নিকট আমার কন্যা আমিনাকে বিবাহ দিতে পারিলে ভাল হইত। ইহা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী রাজী হইলেন। অতঃপর ওহাব-বিন মুনাফ তাঁহার কোন বন্ধু দ্বারা কন্যা বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব আবদুল মুত্তালিবের নিকট পাঠাইলেন। আবদুল মুত্তালিবও তখন তাঁহার প্রিয় পুত্র খাজা আবদুল্লাহকে বিবাহ দেওয়ার জন্য খুব সচ্চরিত্রাসাধ্বী ও উচ্চ বংশীয়া এবং ভদ্র ও সতী মহিলা খোজ করিতেছিলেন। কন্যা আমিনাকে এই সকল গুণের সর্ব সেরাগুণে গুনান্বিতা পাইলেন। অতএব (ওহাবের প্রস্তাবে রাজী হইয়া) আমিনার সহিত খাজা আবদুল্লাহরবিবাহদিয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ সমীপে আরব মহিলাদের বিবাহের প্রস্তাব

বর্ণিত আছে যে, বনি আসাদ গোত্রের একজন মহিলা কাবার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল যাহার নাম নাওয়াফিলের মেয়ে 'রুকাইয়া অন্য সূত্রে তাহার নাম

'কুতাইলা' বর্ণিত হইয়াছে। ও قتيلة رقيقة উভয় নামই তাছগীরের ছিগা। আবদুল্লাহ তাহার নিকট দিয়া যাইবার কালে এই মহিলাটি আবদুল্লাহর মুখপানে তাকাইয়া তাঁহার চমকিত রূপের (নূরের) আশিকা হইয়া গেল।

আর বলিতে লাগিল, হে আবদুল্লাহ! আমি ওয়াদা করিতেছি যে, পূর্বে তোমার জানের বিনিময় যে একশত উট কোরবানী করা হইয়াছিল, আমি সেই ১০০ উট তোমার পক্ষ হইতে পরিশোধ করিয়া দিব, তুমি আমাকে বিবাহ কর। পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতা আবদুল্লাহর উপর জয়লাভ করিল, অর্থাৎ সাধু ও খোদাভীরু আবদুল্লাহ লজ্জায় অধির হইয়া মহিলাটির প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করতঃ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

আর একদিনের ঘটনা। খাজা আবদুল্লাহ 'খুছয়ামিয়া' নাম্নী কোন একজন বিখ্যাত গনৎকার মহিলার নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। এই মহিলাটি অত্যধিক মালদার ও হুশিয়ার ছিল, সে প্রতারনামূলক ভাবে আবদুল্লাহকে মাল দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। প্রথম মহিলাটি যাহা বলিয়াছিল এই মহিলাটিও তাহাই বলিল অর্থাৎ বিবাহের প্রস্তাব দিল। আবদুল্লাহ কিন্তু তাহার কথায়ও মোটেই ধোকা খাইলেন না। তিনি পাথর নিক্ষেপের ওজুহাত দিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন, আবদুল্লাহ বাড়ী আসিয়া আমিনার সহিত অবস্থানকরিলেন।

ইহাতে "নূরে-মুহাম্মাদী" তাঁহার পবিত্র পৃষ্ঠ হইতে আমিনার পবিত্র রেহামে চলিয়া গেল। আমিনা গর্ভবতী হইলেন। নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আমিনার পবিত্র গর্ভে আরামে বিশ্রাম করিতেছিলেন।

বারান্তরে আবদুল্লাহ হঠাৎ অন্য এক দিন উক্ত খুছয়ামিয়া নাম্নী মহিলাটির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন সেই মহিলাটি আবদুল্লাহর মুখে উক্ত নূর দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবদুল্লাহ! তুমি সেই দিন আমার নিকট হইতে দ্রুত যাইবার পর কোন মহিলার সহিত মিলিত হইয়াছ কি? আবদুল্লাহ উত্তর করিলেন, হাঁ! রাত্রে আমার স্ত্রী ওহাবের কন্যা আমিনার সহিত মিলিয়াছি। তখন খুছয়ামিয়া বলিতে লাগিল, হে আবদুল্লাহ! এখন আর তোমার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, আমি প্রথমে তোমার আননে নূর দেখিয়াছিলাম, তাই সেই নূর পাওয়ার আশায় তখন বলিয়াছিলাম। এখনত সেই নূর দ্বিতীয় নারীর ভাগ্যে চলিয়া গিয়াছে।

دين

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفِ شَذِيِّ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, যে মহিলাটি নিজেকে আবদুল্লাহর সামনে পেশ করিয়াছিল। সেই মহিলাটি ওরাকা বিণ নাওয়াফিলের ভগ্নি ছিল। ওরাকা বিণ নাওয়াফিল হযরত খাদিজাতুল কুরবার (রাঃ) চাচাত ভাই ছিলেন। আর একটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত মহিলাটি আদাবিয়া' বংশিয়া ছিল, তাহার নাম 'লাইলা'। ফল কথা হইতেছে যে, হয়ত উপরোক্ত বর্ণনাগুলিতে যে সমস্ত মহিলার উল্লেখ হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে আবদুল্লাহর প্রতি আশিকা হইয়া নিজেদের প্রতি তাঁহাকে আহবান জানাইয়া ছিল। (আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন)।

৫ম ওয়াজ

পবিত্র গর্ভের তারিখ ও গর্ভ—রজণীর বরকত

সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ–সাল্লামের পবিত্র 'নুতফা' আমিনার পবিত্র রেহামে স্থান লওয়ার ও মুহাম্মদী মুক্তা উক্ত রেহামে অর্পণ করার তারিখ হজ্জের মাওসুম আইয়ামে তাশরীকের মধ্যে শুক্রবার রাত্র ছিল। এই জন্যই ইমাম আহম্মাদ বিণ হাম্বাল (রাহঃ) শুক্রবার রাত্রকে শবে কাদরের উপর মর্য্যাদা দিয়াছেন। কেননা, ঐ শুক্রবার রাত্রে যেরূপ কল্যাণ ও বারকাত, বুজর্গী ও নেকী সমস্ত বিশ্ব জগত ও মুমিনগণ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, এই ধরনের কোন সময় অতীতে হয় নাই আর ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হইবে না।

এই কারণেই যদি মিলাদ রাত্র (জন্ম রজনীকে) শবেকদর হইতে অত্যধিক ফজিলাত বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে আরো অধিক সমুচিত হইবে, এই মতের সমর্থনে ওলামায়ে কেরামগণের (রাহঃ) অনেকে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, এই রাত্রে খোদার কুদরতের রাজ্যে ও ফেরেস্তা-জগতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পবিত্রতম নূর দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে আলোকিত করিয়া দাও। আকাশ-জমিনের সকল ফেরেস্তা মহা খুশীতে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। সর্বোচ্চ ফেরদাউস বেহেস্তের দরজা খুলিবার জন্য বেহেস্তের দারোয়ানকে হুকুম করা হইল। সমস্ত বিশ্বকে বিভিন্ন প্রকার খুশবু দ্বারা খুশবুময় করিয়া রাখার আদেশ আসিল। আকাশের সকল স্তরে ও পৃথিবীর সকল ঘরে ঘরে খোশখবরি দেওয়া হইয়াছে যে, নূরে মুহাম্মাদী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এই রাত্রে তাঁহার আম্মা হযরত আমিনার পবিত্র গর্ভে তাশরীফ নিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আকাশ ও জমিন এই রূপ মহা খুশীও খোশবুদার কেন হইবে না। যেহেতু যিনি হইলেন সকল মঙ্গল ও কল্যাণ বারকাত ও বুজর্গী এবং সমস্ত নূর ও ভেদ, জ্যোতি ও হাকীকাত বাহির হইবার একমাত্র স্থান ও মূল উৎস। গোটা সৃষ্টিজগত যাঁহার অস্তিত্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং যিনি সমস্ত আদম জাতির মূল। তিনি অচিরেই দুনিয়াতে প্রকাশ হইবেন। সারা বিশ্বকে জ্যোতির্ময় করতঃ সম্মান ও মর্যাদা দ্বারা খুশী ও আনন্দ দান করিবেন। সেই জন্যই ত হুজুর গর্ভে যাওয়াতে সকলেই খুশী।

হাদীসের বর্ণনায় আরো আসিয়াছে যে, এই রাত্রের উষাকালে পৃথিবীর সকল মূর্তি উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যেইরূপ ভাবে শয়তানগুলিকে আকাশে উঠার জন্য নিষেধ করা হইয়াছিল। ঠিক সেই ধরনেরই তাঁহার গর্ভে স্থান নেওয়ার রাত্রে অগণিত আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। দুনিয়ার এমন কোন বাদশার সিংহাসন অবশিষ্ট ছিল না যাহা ঐ রাত্রে উল্টাইয়া পড়ে নাই। উক্ত গর্ভ ধারনের রাত্রে প্রতিটি ঘর আলোময় হইয়াছিল। সেই রাত্রে সকল জীব-জন্তু কথা বলিতে পারিয়াছিল। এমনকি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের জানোয়ারেরা পর্যন্ত খুশী ও সুসংবাদ বাণী বিনিময় করিয়াছিল।

পবিত্র গর্ভ বৎসরঃ
আনন্দ ও খুশীর বৎসর

প্রিয় নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম গর্ভে আসার পূর্বে কোরাইশগণ বড় কঠিন দুর্ভিক্ষে ও অভাবে কষ্ট পাইতেছিল। বৃষ্টির অভাবে গাছের পাতাগুলি শুকাইয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত জীব-জানোয়ার ও পালিত পশু সমূহ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম পবিত্র গর্ভে আসার সাথে আমূল পরিবর্তন হইয়া

গেল। আল্লাহ তায়ালা মুষলধারায় বৃষ্টির অবতীর্ণ করিলেন। রহমতের বৃষ্টি সর্ব প্রকারের বৃক্ষলতা ও তৃণগুলিকে নতুনভাবে সবুজ ও তরু তাজা করিয়া দিল।

সেই বৎসরই বিদ্বানগণের আস্বাদ ও তৃপ্তি খুশীও আনন্দ নেয়ামাত ও অনুগ্রহ, এবং উপস্থিতি ও হাজেরী, মুজবুতি ও দৃঢ়তা অত্যধিক লাভ হইয়াছিল যার জন্য 'সেই বিজয়ও আনন্দের বৎসর' উপাধিতে ভূষিত হইয়া মশহুর হইয়া গেল। 'বিজয় ও আনন্দের বৎসর' বলিলে ঐ বৎসরটিকেই বুঝাইয়া থাকে যে বৎসর প্রিয় নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লাম তাঁহার আম্মার পবিত্র গর্ভে অবস্থান করিয়াছিলেন।

নূর নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম চন্দ্র মাসের হিসাবে মাত্র নয় মাস পবিত্র গর্ভে আরাম করিয়া ছিলেন। এই নয় মাসের পরেই তিনি পৃথিবীতে তাশরীফ আনিয়াছিলেন। গর্ভকালীন সময় নয় মাসের কিছু বেশী অথবা কম ছিল না।

অন্তঃসত্বাবস্থায় আমিনা কোন কষ্ট পান নাই

গর্ভাবস্থায় সাধারণভাবে মেয়েলোকেরা যেরূপ কষ্ট ও ক্লেশ পাইয়া থাকে হুজুরের ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আম্মা এইরূপ কোন কষ্টই অনুভব করেন নাই। হযরত আমিনা হইতে নকল করা হইয়াছে, তিনি নিজেই ফরমাইয়াছেন যে, আমি গর্ভবতী হইয়াছি কিন্তু ইহার অনুভব আমি নিজেই করিতে পারি নাই। অন্যান্য গর্ভবতী মহিলাদের ন্যায় আমার নিকট কোন ভারি অথবা বোঝা মনে হয় নাই। শুধু হায়েজ বন্ধ ছিল।

গর্ভরাত্রে পশুদের বাক্যালাপ

আবু নুয়াইম হযরত আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, প্রিয় নূর নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আমিনার গর্ভে আসার নিশানাবলী (নিদর্শন ও মুজেজা) হইতে ইহা একটি বিশেষ প্রকাশ্য নিদর্শন যে, সেই রাত্রে কোরাইশ বংশের সমস্ত গৃহপালিত পশুগুলি একে অন্যের নিকট বলাবলি করিয়াছিল যে, কাবার রবের কসম এই রাত্রে এক রাছুল (ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে) মাতার গর্ভে আনা হইয়াছে, যিনি হইতেছেন সমস্ত দুনিয়ার নেতা এবং দুনিয়াবাসী সকলের জীবন প্রদীপ, দিশারী ও পথ প্রদর্শক।

আর এক বর্ণনায় আছে, পৃথিবীতে যত জীব-জানোয়ার ছিল সকলেই খুশীতে ঐ একই কথা বলিয়াছিল।

গর্ভকালীন আমিনার স্বপ্ন

আমিনা বলিয়াছেন, আমি পুরা ঘুম যাই নাই আবার একেবারে সজাগও ছিলাম না, এমন সময় একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল আপনি গর্ভবতী হইয়াছেন। এমনকি এর পূর্বে গর্ভ সম্বন্ধে আমি জানিতামই না। সে আরো বলিল, হে আমিনা! এই উম্মতের তথা সমস্ত সৃষ্টির সর্বোত্তম ও সর্ব সেরা মহামানব আপনার গর্ভে গিয়াছেন, সেই জন্যইত আপনি গর্ভবতী। আরো একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, আমিনা বলেন, সেই দিন হইতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি গর্ভবতী। আমিনা বলেন যে, গর্ভাবস্থায় প্রত্যেক মাসে আমি জমিন ও আসমান হইতে খোশ-খবরির এই আওয়াজ শুনিতাম যে, আপনার জন্য সুসংবাদ, 'মাইমুনুল মুবারাক' ধন্য ও কল্যাণের প্রতীক আবুল কাসিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম প্রকাশ হইবার সময় একেবারে নিকটে আসিয়া গিয়াছে। তিনি খুব কঠিন ও দুর্বল হইবেন। আমিনা ইহাও বলিয়াছেন, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) আমার পেটে ছিলেন তখন আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, একটি নূর আমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে এবং সেই নূরের দ্বারা সারা জাহান আলোকিত হইয়া গিয়াছে। আমি তখন শামদেশের দিকে বসরা শহরের দালান কোঠাগুলিদেখিয়াছিলাম।

ওলামায়ে কিরামগণ নকল করিয়াছেন যে, নূর নবীর ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম পবিত্র পয়দায়েশের সময় ঠিক একই ঘটনা ঘটিয়াছিল, (অর্থাৎ তখনও আমিনা বসরা পর্যন্ত দেখিয়াছিলেন,) হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ব্যতীত আমিনা অন্য কোন সন্তান গর্ভধারণ করেন নাই এবং খাজা আবদুল্লাহ আর কোন সন্তান জন্ম দেননাই।

খাজা আবদুল্লাহর ইন্তেকাল

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেই সময় হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম তাঁহার আম্মার পেটে ছিলেন সেই সময় তাঁহার আব্বা খাজা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করিয়াছেন। অন্যান্য কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে তাঁহার

আব্বার ইন্তেকালের সময় তিনি কোলের সন্তান ছিলেন এবং এই সময় তাঁহার বয়স ২৮ অথবা ৭ কিংবা ২ মাস ছিল। প্রথম মতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

عَطِرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

খাজা আবদুল্লাহ মদীনায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোরাইশদের সহিত বিদেশে ছিলেন। ব্যবসায়ী কাফেলা মদীনার উপর দিয়া যাইবার সময় খাজা আবদুল্লাহ অসুস্থ বিধায় তাঁহার মামাদের নিকট রহিয়া গেলেন।

তাঁহার মামাগণ মদীনার বনি নজ্জার বংশধর ছিলেন। কোরাইশ ব্যবসায়ী কাফিলা মক্কায় পৌছিলে আবদুল মুত্তালিব তাহাদের নিকট পুত্রের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা আবদুল্লাহকে অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার মামাদের নিকট রাখিয়া আসিয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া আবদুল মুত্তালিব তাঁহার বড় ছেলে হারেছকে আবদুল্লাহর তালাশে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে খাজা আবদুল্লাহর ইন্তেকাল ও দাফনের পর হারেছ মদীনায় পৌছিল দারুন নাবেগা' নামক স্থানে খাজা আবদুল্লাহকে দাফন করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন আব ওয়াবার' মধ্যে কাফন করা হইয়াছে। হামজার উপর জবর ইহা মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম যাহা লোক সমাজে সুপরিচিত ও বিখ্যাত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, খাজা আবদুল্লাহর ইন্তেকালে ফেরেস্তাগণ বলিলেন, হে আমাদের মাবুদ ও মালিক আল্লাহ! হায় আপনার মহব্বতের নবী ও অতি প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ইয়াতিম হইয়া গিয়াছেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি স্বয়ং তাঁহার রক্ষাকারী সাহায্যকারী জিম্মাদার ও প্রতি পালন কর্তা হইয়া গেলাম।

আল্লাহ তায়ালার ছালাত ও রহমত, বারাকাত ও কল্যাণ সালাম ও শান্তি এবং ফেরেস্তাদের মাগফিরাত আর নবী, ছিদ্দিক, শহীদ ও ছালেহীন গণের দুরুদ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এর উপর সদাসর্বদা বর্ষিত হউক। যিনি হইতেছেন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র খাজা আবদুল্লাহর ঔরষজাত একমাত্র সন্তান।

عَطِرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

৬ষ্ঠ ওয়াজ

জন্ম তারিখ ও প্রসব কালীন ঘটনা

সোবহানাল্লাহ! নূর নবীর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম গর্ভে যাওয়া এবং গর্ভে অবস্থান করা যাহা তাঁহার প্রকাশ হওয়ার পূর্বাভাষ মাত্র এবং শুধু জন্ম হওয়ার খোশ খবরদাতা। এই গর্ভের শান ও মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বে, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদায় এবং ইজ্জত ও বুজর্গীতে যদি এতই আশ্চর্যজনক হয়, তাহা হইলে তাঁহার জন্ম সময়টা কত বড় শানদার, মহা আশ্চর্য্যজনক ও সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। প্রকৃতপক্ষে জন্ম হওয়ার সময়টাই ত হইতেছে আসল বুজুর্গী ও মর্যাদা এবং ইজ্জত ও সম্মানের সহিত নেকী ও মঙ্গল বারাকাত ও কল্যাণ প্রকাশ হওয়ার বিশেষ উপযুক্ত সময়।

স্মরণ রাখিতে হইবে, সকল সীরাতকার ও ঐতিহাসিকগণ এই কথার উপর একমত হইয়াছেন যে, হাতীর অধিপতি আবরাহা বাদশার ঘটনার বৎসর অর্থাৎ উক্ত ঘটনার মাত্র ৪০ অথবা ৫৫ দিন পর নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম দুনিয়াতে তাশরীফ আনিয়াছিলেন। ইহাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। তাঁহার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কিছুটা মতভেদ থাকিলেও ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ছোবেহ ছাদেকের সময় তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, ইহা অতি সুবিখ্যাত মত এবং ইহার জনশ্রুতি অত্যধিক। উপরন্তু এই তারিখই মক্কাবাসীদের নিকট বিশেষ প্রচলিত। তাঁহারা উক্ত ১২ই তারিখে মুস্তাহাব হিসাবে মহা প্রিয় নূর নবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের জন্মস্থান পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং সেই রাত্রে মৌলুদ শরীফ পাঠ করা ও ইহার আদব রক্ষা করা তাঁহাদের নিকট একটি অতি প্রিয় ও অত্যধিক সুপ্রচলিত আমল।

হযরত আমিনা বলেন, সাধারণতঃ সন্তান প্রসবের সময় নারীদের যে ব্যথা হইয়া থাকে আমরা সেই প্রসব ব্যথা যখন হইয়াছিল তখন আমি নিজ গৃহে একাকি ছিলাম এবং খাজা আবদুল মুত্তালিব কাবা ঘরের তাওয়াফে ছিলেন। এমন সময় একটি বিরাট শব্দ শুনিয়া আমি ঘাবরাইয়া গেলাম। অতঃপর আমি একটি ছোট সাদা পাখী দেখিতে

পাইলাম, সে তাহার পাখা দ্বারা আমার বক্ষ মুছিতে লাগিল, ইহাতে আমার সমস্ত ব্যথা ও ভীতি চলিয়া গেল। এর পর আমার নিকট সাদা শরবত দেখিতে পাইয়া আমি উহা পান করিলাম, যদ্দরুন আমি শান্তি পাইলাম এবং খুব উচ্চ জ্যোতি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। ইতিমধ্যে আমার নিকট খেজুর বৃক্ষের ন্যায় লম্বাকৃতির কয়েকজন মহিলা উপস্থিত হইলেন। আবৃদ মুনাফের কন্যাদের মত তাঁহাদেরকে দেখাইতেছিল। আমি অত্যধিক আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে তাঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছেন, ইত্যবসরে তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন–যেই ফেরাউন গোমরা হইয়া গিয়াছিল আমি তাহার স্ত্রী আছিয়া। দ্বিতীয় আরেকজন বলিলেন,---আমি ইমরান–কন্যা মরিয়াম, ঈসার (আঃ) মাতা। আর এইসমস্ত নারী যাহারা আমাদের সাথে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বেহেস্তের হুর। (আমিনা বলেন) এই সময় আমার খুব খারাপ লাগিতেছিল। প্রতি ঘন্টায় এক একটি বিরাট শব্দ শুনিতে লাগিলাম। পূর্ব শব্দ হইতে পরের শব্দগুলি ক্রমান্বয়ে অত্যধিক ভীতিজনক ছিল। এমন সময় হঠাৎ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্ত্তিস্থানে রেশমী কাপড়ের ন্যায় একটি সাদা চাদর লম্বা–লম্বীভাবে দেখিতে লাগিলাম। আসমান ও জমিনের মধ্যে কতগুলি পুরুষ লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের হাতে রৌপ্য তৈরী পানি পাত্র ছিল। অতঃপর আমি একদল পাখী দেখিয়াছিলাম।

উহারা আমার নিকট আসিল তাহাদের চক্ষু জমরুদ পাথরের এবং পাখা ইয়াকুত পাথরের ছিল। এই সময় আল্লাহ তায়ালা আমার চোখের পর্দা উঠাইয়া নিলেন। পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে দেখিয়া লইলাম, এই সময় তিনটি পতাকা দেখিতে পাইলাম। একটি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে, দ্বিতীয়টি পশ্চিম প্রান্তে এবং তৃতীয়টি কা'বা শরীফের ছাদের উপর ছিল।

আমার প্রসব ব্যথা আসিল। এর পরেই আমি মুহাম্মাদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) প্রসব করিলাম।

ইহা কিয়ামের স্থান। নিম্নলিখিত কাসিদাগুলি কিয়ামের হালাতে পঠিত হইয়া থাকে।

يَقرَءُونَ هذهِ القَصِيدَةَ فِي حَالَةِ القِيَامِ

কিয়ামের কাসিদা

يَا نَبِي سَلَامٌ عَلَيكَ يَارَسُولُ سَلَامٌ عَلَيكَ
يَاحَبِيبُ سَلَامٌ عَلَيكَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيكَ

হে নূর নবী, আপনার উপর সালাম পাঠাইতেছি।

হে রাসূল, আপনার উপর সালাম পাঠাইতেছি।

হে হাবিব (প্রিয় বন্ধু), আপনার উপর সালাম পাঠাইতেছি, আপনার উপর আল্লাহতায়ালার ছালাত ও রহমত অবতীর্ণ হইতেছে।

أَشرَقَ البَدرُ عَلَينَا وَختَفَت مِنهُ البُدُورُ
مِثلَ حُسنِكَ رَآينَا قَطُّ يَاوَجهَ السُّرُورِ

আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ (নূর নবী পয়দা হইয়াছেন) উদয় হইয়াছে। উহার আগমনে আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ লুকাইয়া গিয়াছে।

হে সমুজ্জ্বল আনন্দমুখী! আপনার সৌন্দর্যের ন্যায় আমরা কোন সৌন্দর্য দেখি নাই।

أَنتَ شَمسٌ أَنتَ بَدرٌ أَنتَ نُورٌ فَوقَ نُورِ
أَنتَ إِكسِيرٌ وغَالِي أَنت مِصبَاحُ الصُّدُورِ

আপনি সূর্য, আপনি পূর্ণিমার চন্দ্র, আপনি সমস্ত জ্যোতির উপর মহাজ্যোতি।

আপনি সঞ্জিবন দায়ক, আপনি মহামূল্যবান স্বত্ত্বা, আপনি অন্তর সমূহের প্রদীপ।

يَاحَبِيبِي يَا مُحَمَّد يَا عَرُوسَ الخَافِقَينِ
يَامُؤَيَّدُ يَا مُمَجَّد يَاإِمَامَ القِبلَتَينِ

হে আমার প্রিয় বন্ধু! হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম!! হে পূর্ব ও পশ্চিমেরদুলহা!!!!

হে উভয় কিবলার ইমাম। আপনাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য করা হইয়াছে এবং বুজর্গী দেওয়া হইয়াছে।

مَن يَرى وَجهَكَ يُسعَد يَاكَرِيمَ الوَالِدَينِ
حَوضُكَ الصَّافِى المُبَرَّد وِردُونَا يَومَ النُّشُورِ

হে সম্মানিত পিতামাতার সন্তান। সে ব্যক্তি আপনারা পবিত্র মুখমণ্ডল দর্শন করিবে সে নেক বখ্‌ত হইয়া যাইবে!

কিয়ামতের দিবসে আপনার সুশীতল স্বচ্ছ ও নির্মল পবিত্র 'হাওজে-কাউছার' আমাদের একমাত্র ঘাট।

অর্থাৎ আপনার পবিত্র শীতল 'হাওজে কাউছার' হাশর ময়দানে আমাদের তৃষ্ণা নিবারনের একমাত্র স্থান।

مَارَ اَيِنَا العِيسَ حَنَّت بِالسَّرى اِلاَّ اِلَيكَ
وَالغَمَامَةُ لَكَ اَظَلَّت وَالمَلاَ صَلَّى عَلَيكَ -

শাবক হইতে পৃথক হওয়া উটনীর ন্যায় চিৎকাররত অবস্থায় রাত্রে কোন উটকে আমরা আপনার নিকট ব্যতীত আর কোথাও যাইতে দেখি নাই!

বাচ্চাছাড়া উটনী যেই ভাবে রাত্রে অধির হইয়া বিকট চিৎকার করিতে থাকে এবং তাহার বাচ্চার দিকে অথবা তাহার প্রেমাস্পদের দিকে ঐ রাত্রের অন্ধকারে দৌড়াইতেথাকে।

ঠিক সেইরূপ ভাবে অস্থির হইয়া কোন উট (অথবা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা আশেক) কে ত্রান পাওয়ার উদ্দেশ্যে গভীর রাত্রে আপনার দরবার ব্যতীত অন্য স্থানে যাইতে আমরা দেখি নাই।

অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপনাকে বিপদ হইতে মুক্তির ও হৃদয়ের আশা পূরণকারী উছিলা মনে করে। তাই তাহারা অসময় এবং অন্ধকার রাত্রেও আপনার দরবারে যাইয়া লুটাইয়া পড়ে।

হে নবী আপনি কত বড় মহান! আকাশের মেঘ খণ্ড আপনাকে ছায়া প্রদান করিয়াছিল, এবং সমস্ত গোত্র ও সম্মানিত লোকেরা আপনার উপর দুরূদ পাঠাইয়াছিল।

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, একটি উট তাহার মালিকের কথামতে চলিত না এবং কোন কাজ করিত না, পাগলের ন্যায় মানুষের প্রতি আক্রমণ করিত। সেইজন্য মালিক উটটিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ঘটনাটি হজুরে পাকের ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া

ছাল্লাম কর্ণ গোচর করা হইলে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম উটটিকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। পাগল উট ছাড়িয়া দিলে কাহারো প্রতি আক্রমণ করিয়া বসে নাকি এই ভয়ে সাহাবীগণ ভীত ছিলেন। অথচ দেখা গেল, উটটি ছাড়িয়া দেওয়ার পর সে কাহারো প্রতি আক্রমণ না করিয়া এবং কোন দিক না যাইয়া সোজাসুজি নূর নবীর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। করুনার নবী জানিতে পারিলেন যে, তাহার মালিক তাহাকে কম খাদ্য দিয়া বেশী কাজ করাইতে চাহে। তাই সে খাদ্যাভাবে এইরূপ পাগলামী করিতেছে। বিশ্ব নবী উটটির দেহে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং তাহার মালিককে রীতিমত উহার খোরাক দিতে বলিলেন। ইহাতে উটটির পাগলামী ভাব চলিয়া গেল। হয়ত কবি এই কবিতায় এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। আল্লাহই ভালজানেন।

وَاَتَاكَ الْعُوْدُ يَبْكِي وَتَذَلَّلَ بَيْنَ يَدَيْكَ

وَاسْتَجَارَتْ يَاحَبِيْبِي عِنْدَكَ الظَّبِي النُّفُوْرُ

শুকনা কাঠ কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার নিকট আসিয়াছিল এবং আপনার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করিয়াছিল।

হে আমার প্রিয় বন্ধু! (শিকারী কর্তৃক ধৃত ও বন্দিনী) ভাগিয়া যাওয়া হরিণী আপনার নিকট আশ্রয় লওয়ার জন্য পুনরায় আসিয়াছিল।

عِنْدَ مَاشَدُّوا الْمَحَامِلَ وَتَنَادَو لِلرَّحِيْلِ

جِئْتُهُمْ وَالدَّمْعُ سَائِلُ قُلْتُ قِفْ لِي يَادَلِيْلُ

যেই সময় যিয়ারতকারী কাফিলা আরোহী ঠিক করিয়া রওনা দেওয়ার জন্য পরস্পর ডাকাডাকি করিতেছিল।

হে পথ প্রদর্শক! হে পথের দিশারী!! আমি ঠিক সেই সময় অশ্রু প্রবাহিত অবস্থায় তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলাম। থাম, আমার জন্য দেরী কর।

شَا اُحَمِّلُكُمْ رَسَائِلْ حَشْوُهَا الشَّوْقُ الْجَزِيْلُ

نَحْوُهَا تِيْكَ الْمَنَازِل بِالْعَشَايَا وَالْبُكُوْرِ

আমি আশা করিতেছি, তোমরা ঐ সকল চিঠিগুলি সাথে করিয়া লইয়া যাইবে, যাহার মধ্যে অত্যধিক আগ্রহ ও আকাংখা (বন্ধুর ভালবাসা) ভর্তি রহিয়াছে।

ঐ বন্ধুর বাড়ীর দিকে লইয়া যাইবে, সকাল ও সন্ধ্যায়।

وَصَلَاةُ اللّٰهِ عَلٰى اَحمَدَ   عِدَّةَ اَحرُفِ السُّطُورِ
اَحمَدُ الهَادِى مُحَمَّدٌ   صَاحِبُ الوَجهِ المُنِيرِ

প্রিয় নূরনবী আহমদের উপর পুস্তকের অক্ষরের ন্যায় আল্লাহ তায়ালার অগণিত রহমত ও করুণা বর্ষিত হউক।

আহম্মাদ (চরম প্রশংসাকারী) পথ প্রদর্শক ছিলেন, এবং মুহাম্মাদ (চরম প্রশংসীত মহাত্মা) উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলধারী ছিলেন।

মিলাদে কিয়াম করা আশেকে রাসুলগণের একটি নেক অভ্যাস

যে সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীন আশেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ–সাল্লাম এবং যাঁহারা ছাহেবে ওজদ (ভাবুক) কিংবা ওজদ হাসিলের ইচ্ছা রাখেন, তাঁহাদের অভ্যাস, যখন প্রিয় নূর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ–সাল্লামের পয়দায়েশের কথা আলোচনা করা হয় তখন তাঁহারা পয়দায়েশ কালীন যে সমস্ত কারামত ও বুজর্গী প্রকাশ পাইয়াছিল এবং যে সকল অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়া ছিল, সেইগুলিকে স্মরণ করিয়া খুশী ও আনন্দে এবং ভাবাবেগে দাঁড়াইয়া যান এবং উক্ত দাঁড়ান অবস্থায় হজুরের প্রশংসার কবিতা পাঠ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নূর নবীর (সাঃ) জন্ম কাহিনী বর্ণনার সময় দাঁড়াইয়া যাওয়া ও তাঁহার প্রশংসার কবিতা পাঠ করা আশেকে রাসুল (সাঃ) গণের নিকট অত্যধিক প্রিয় ও অতি আনন্দজনক। এই সময় দাঁড়াইয়া যাওয়া তাঁহাদের একটি বিশেষ নেক অভ্যাস)।

সিজদাবস্থায় ভূমিষ্ট ও তাশরীফ আনার পরবর্তি ঘটনাবলী

আমিনা ফরমাইয়াছেন, যখন মাওলুদুন মাহমুদ প্রশংসীত সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তখন আমি তাঁহাকে সিজদা অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। সেই সময় তাঁহার উভয় হাতের তর্জ্জণীর অঙ্গুলী দোয়া ও ক্রন্দনকারীর ন্যায় আকাশের দিকে প্রসারিত ছিল। অতঃপর দেখিতে পাইলাম, একটি সাদা আবর আসিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং আমার চোখের অগোচরে লইয়া গেল। এই সময় আমি শুনিতেছিলাম, এক আওয়াজকারী বলিতেছে যে, এই পবিত্রতম সন্তানটিকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে

ঘুরাইয়া আন এবং সকল সাগর মহাসাগর দেখাইয়া আন। ইহাতে সকল স্থল ও জলবাসী তাঁহার নাম ও প্রশংসা এবং উজ্জ্বলতম আকৃতি সহকারে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারিবে। তাহারা আরো জানিয়া রাখিতে পারিবে যে, এই পবিত্রতম সন্তানটির নাম 'মাহিন' বাতিল ধ্বংসকারী ও অন্যায়ের মূলোৎপাটনকারী, তিনি সমস্ত শিরক ও অংশীবাদিতার সকল নাম–নিশানা মিটাইয়া দিবেন।

অন্য একটি হাদীসে আমিনা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আমিনা বলিয়াছেনঃ যেই সময় আমি আমার পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলাম সেই সময় একটি জ্যোতির্ময় বিরাট আবর দেখিতে পাইলাম। উহার ভিতর হইতে ঘোড়ার আওয়াজ, পাখীর পাখনা উড়াইবার শব্দ ও মানুষের কথা শুনা যাইতেছিল। আবর খানা ছেলেটিকে ঢাকিয়া ফেলিল, ইহাতে সে আমার অদৃশ্য হইয়া গেল। ঐ সময় আমি এক আওয়াজকারীকে এই বলিতে শুনিয়াছি, মুহাম্মাদকে ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরাইয়া আন, এবং মানব, দানব ও ফেরেস্তাদের রহস্যসমূহকে তাঁহার সামনে পেশ কর! আর পাখী ও পশুগুলিকে তাঁহার নিকট হজির কর, সকলেই তাঁহাকে দেখুন। তাঁহাকে দেখার হক সকলেরই আছে। প্রত্যেকেই তাঁহাকে এক নজর দেখার প্রাগাঢ় ইচ্ছারাখে।

সকল নবীগণের গুণাবলী হুজুরকে প্রদান

(হযরত আমিনা উপরে বর্ণিত আবরের ভিতর হইতে নিম্নের আওয়াজও শুনিয়াছিলেন।) (খ) আর তাঁহাকে মুহাম্মাদকে (ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) দান করঃ–

হযরত আদমের (আঃ) আদর্শ চরিত্র, হযরত শীষ (আঃ) ইলমে মারিফাত, হযরত নূহের বীরত্ব, হযরত ইব্রাহীমের বন্ধুত্ব, হযরত ইসমাঈলের ভাষা, হযরত ইসহাকের সন্তুষ্টি, হযরত সালেহের নির্ভুল বাক্য, হযরত লূতের বিজ্ঞান, হযরত ইয়াকুবের সুসংবাদ, হযরত মূসার কঠোরতা, হযরত আইয়ুবের ধৈর্য্য, হযরত ইউনুছের মান্যতা ও বন্দেগী, হযরত ইউশার জিহাদ, হযরত দাউদের আওয়াজ, হযরত দানিয়ালের মহব্বৎ, হযরত ইলিয়াসের ইজ্জত, হযরত ইয়াহিয়ার পবিত্রতা, হযরত ঈসার সাধূতা। এক কথায় সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের চরিত্র সাগরে তাঁহাকে ডুবাইয়া দাও। একের পর এক করিয়া সকল নবীদের মহত চরিত্র গুণে তাঁহাকে মহা চরিত্রবান

বানাইয়া আম্বিয়াদের সর্বগুণে গুণান্বিত কর।

আমিনা বলেন, এর পর সেই আবর খানা আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল, মুহাম্মাদকে ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এমন একখানা সবুজ রংয়ের রেশমী টুকরায় ভাল ভাবে মোড়াইয়া রাখিয়া দিল, যাহা হইতে ঝর্ণার ন্যায় পানির ফোটা পড়িতেছিল, সেই সময় কে যেন বলিতেছে, বাখি-বাখি, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, সমস্ত দুনিয়ার উপর মুহাম্মাদকে বিজয়ী করা হইয়াছে। দুনিয়াবাসী সকল সৃষ্টি তাঁহার অধীনে আসিয়া যাইবে এবং সবকিছুই তাঁহার হুকুম (রিসালাত) মান্য করিবে। অতঃপর আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখি, তাঁহাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। পবিত্র খাটি মৃগ নাভীর খোশবু তাঁহার নিকট হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাহির হইতেছে। আমি সেখানে ৩ জন নবাগত মানুষ দেখিতে পাইলাম। তাহাদের একজনের হাতে রূপার বদনা, অন্য দ্বিতীয় জনের হাতে সবুজ রংয়ের জামরুদ পাথরের তৈরী তশ্‌তরী এবং তৃতীয় জনের হাতে সাদা রেশমী কাপড় ছিল। এই তৃতীয় ব্যক্তি একটি আংটি বাহির করিল যাহার এতই উজ্জ্বলতা ছিল যে, উহার দিকে নজর করা দুঃসাধ্য ছিল। দৃষ্টিকারীদের দৃষ্টি উহা হইতে ফিরিয়া আসিত। সে সন্তানটিকে সাতবার গোসল করাইয়া তাহার উভয় কাঁধের মাঝখানে আংটি দ্বারা মোহর করিয়া দিল। এবং তাহাকে সেই রেশমী কাপড় পরাইয়া এক ঘন্টা পরিমাণ কোলে রাখিয়া আমার নিকট অর্পণকরিল।

মাকামে ইব্রাহিমের দিকে কাবা শরীফের সিজদা

আবদুল মুত্তালিব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মুহাম্মাদের (ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) জন্ম রজনীতে কাবা শরীফে ছিলাম। অর্দ্ধ রজনী অতীত হওয়ার পর দেখিতেছি যে, কাবা ঘর মাকামে ইব্রাহীমের দিকে ঝুকিয়া সেজদা করিতেছে। সেই সময় উহা হইতে এই তাকবির বাহির হইতেছিল। অর্থ-আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, মুহাম্মাদের (ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) মাবুদ-আল্লাহ মহান। এখন আমার মাবুদ আমাকে মূর্তির অপবিত্রতা এবং শেরেকীর নাপাকী হইতে পবিত্র করিয়াছেন।

গায়েব হইত আওয়াজ আসিল,-শুন। কা'বার মা'বুদের শপথ! যিনি কা'বাকে (মুহাম্মাদের ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম জন্মস্থানের জন্য) নির্বাচিত করিয়াছেন এবং মুহাম্মাদের ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম কিবলা ও মুবারক বসবাসের স্থান

হিসাবে পছন্দ করিয়াছেন।

কা'বার চতুর্দিকে যত মূর্তি ছিল সবগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছিল। 'হুবল' নামীয় সর্ববৃহৎ মূর্তিটি উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। উচ্চারিত হইতে লাগিল যে, আমিনা হইতে মুহাম্মাদকে পয়দা করা হইয়াছে, তাঁহার উপর রহমতের বৃষ্টি অবতীর্ণ হইতেছে।

নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামের পয়দায়েশকালীন নিশানা ও কারামাত, বুজর্গী ও অলৌকিক ঘটনা এত অধিক প্রকাশ পাইয়াছিল, যাহা গননাতীত। এখানে যাহা কিছু বলা হইল, এইগুলি মহাসাগরে এক ফোটা পানিতুল্য মাত্র। উহার মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত ও অধিক প্রকাশ্য এবং বেশী আশ্চর্যজনক এইগুলিঃ-(১) নওশেরাওয়া বাদশার সিংহাসন নড়িয়া যাওয়া এবং উহার উন্নতমানের সর্বোচ্চ ১৪টি কংকর ছুটিয়া নীচে পড়া (২) সাওয়া দরিয়া শুকাইয়া যাওয়া এবং তাহার পানিসমূহ নীচের দিকে চলিয়া যাওয়া। (৩) আর সামাওয়া' হ্রদ পানিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়া, অথচ এর পূর্বে এক হাজার বৎসর যাবৎ শুকনা ছিল। (৪) পারস্যের অগ্নিকুণ্ডগুলি নিভিয়া যাওয়া, যাহা হাজার বৎসর ধরিয়া প্রজ্বলিত ও গরম অবস্থায় চলিয়া আসিতেছিল।

কোরাইশদের একটি প্রতিমার কবিতা পাঠ

কোরায়শদের মূর্তিগুলি পড়িয়া যাওয়া এবং অতি নিকৃষ্টভাবে উপুড় হইয়া থাকা। কোরায়শদের মধ্য হইতে একদল লোকের একটি মূর্তি ছিল। প্রত্যেক বৎসরে প্রথম ভাগে তাহারা উহার নিকট উপস্থিত হইয়া উহার সম্মুখে খুশী (খেল-তামাশা) করিত। তাহারা এখানে বেশ কিছু সময় অবস্থান করিত। কোন এক রজনীতে তাহারা মূর্তিটিকে নিজস্থান হইতে সরিয়া অসহায় অবস্থায় উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিল। মূর্তিটির এই দুরবস্থা দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল এবং উহাকে উঠাইয়া তাহার নিজ স্থানে রাখিয়া দিল, কিন্তু হায়। রাখিলে কি হইবে সে আবার পড়িয়া গেল, তাহারা আবার উহাকে যথাস্থানে রাখিলে সে পুনরায় পড়িয়া গেল। এইভাবে তিনবার রাখা হইল তিনবারই পড়িয়া গেল। কোরায়শ দল ইহা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া একেবারেই অস্থির ও হতবাক হইয়া রহিল, এইবার তাহারা মূর্তিটিকে তাহার স্থানে খুব মজবুতভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিল। এমন সময় উহার মধ্যে হইতে নিম্নলিখিত

কবিতা পাঠের ধ্বনি শুনিতে পাইলঃ-

অর্থ-একটি পবিত্র সন্তান প্রকাশ হওয়ার চাদর পরিধান করিয়াছে। ইহার জ্যোতিতে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত খালিস্থান আলোকিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারই উদ্দেশ্যে সকল মূর্তি উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর তাঁহার ভয়ে বিকম্পিত হইয়া বিশ্বের সকল রাজা-বাদশাহর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

এই সমস্ত ঘটনাগুলি প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ-সাল্লামের পয়দায়েশ রজনীর ঘটনা।

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجَعَلَهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفِّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

৭ম ওয়াজ

বিশ্ব নবীর দুধ পান

প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামকে তাঁহার আম্মা ৭ দিন এবং ছুওয়াইবা কয়েক দিন দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। এর পূর্বে ছুওয়াইবা আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হযরত হামজাকেও (রাঃ) দুধ দান করিয়াছিলেন। এই জন্যই হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ও তাঁহার চাচা হযরত হমজা উভয়েই পরস্পর দুধ ভাই ছিলেন। ছুওয়াইবা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন মুহাদ্দেসীনে কিরাম তাঁহাকে মহিলা সাহবিয়াদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। নূর নবী রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম উক্ত দুগ্ধ মাতার বড় সম্মান করিতেন। মদীনা শরীফ হইতে মাঝে মাঝে কিছু উপঢৌকন ও পোষাক পাঠাইয়াদিতেন।

বিশ্বের যে মহিলাটি হুজুর পাককে দুধ পান করাইবার ইতিহাসে সুনামের সহিত বিখ্যাত ও সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারিণী, তিনি হযরত হালিমা সায়াদিয়া (রাঃ)। তিনি বড় নেককার ও পূণ্যময়ী, সম্মানিতা ও ধৈর্যশীলা মহিলা ছিলেন। নাম যেমন কাজেও ঠিক তেমনি ছিলেন। হালীমার অর্থ ধৈর্যশীলা, আর সায়াদিয়ার অর্থ নেক-বখতী পূণ্যময়ী।

এই হালিমা 'বনি সায়াদ বিন বাকার' গোত্রের লোক ছিলেন। যাহারা ভাষার বিশুদ্ধতায় ও অলংকার শাস্ত্রে ততকালে আরব বিখ্যাত এবং সুমিষ্ট পানিও মধ্যম বায়ুর জন্য সুচপরিচিত ছিল। (স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহাদের আবহাওয়া অত্যধিক উপযোগি গণ্য হইত)

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ফরমাইয়াছেন। আমি আরবের মধ্যে সকলের হইতে বেশী ফসিহ্ বিশুদ্ধ ও অলংকৃত ভাষা বর্ণনাকারী। ইহার কারণ আমি কোরাইশ বংশের লোক এবং বনী সায়াদ বনী বাকারের মধ্যে রাখিয়া আমাকে দুগ্ধ পান করান হইয়াছিল।

পশু পক্ষীরা নূর নবীকে প্রতিপালনের আরজ করিয়াছিল

হযরত হালীমার দুগ্ধ পান করাইবার ইতিহাস অতি চমৎকার। সেই সময় নূর নবীর ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম যে সমস্ত ফজিলাত ও মুজেজা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা গণনা ও সীমার বাহিরে। মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া কিতাবে লেখা রহিয়াছে–বিদ্বানগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম জন্ম হওয়ার পর গায়েব হইতে বলা হইয়াছিল, অমূল্য রতন, মণি–মুক্তার ন্যায় এই এতিম ও অনাথ বালকের প্রতিপালন কে করিবে? (ইহা শুনিয়া) পাখীরা বলিল, আমরা প্রতিপালন করিব। তাঁহার সেবা করা নিজেদের জন্য সর্বশেষ্ঠ গৌরব মনে করিব।

পশুরা বলিল, আমরাই তাঁহার এই খেদমতের নিকটতম উপযোগী এবং অতি ঘনিষ্ঠ হকদার। অতএব আমরাই এই বুজর্গী ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব।

কুদরতী জবানে আওয়াজ ধ্বনিত হইল, হে সমস্ত সৃষ্টি জগত! আল্লাহ তায়ালা পূর্ব হইতে লেখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম হালীমা নামীয় ধৈর্যশীলা মহিলার দুগ্ধ পানকারী হইবেন!

হালীমার ভাগ্যে বিশ্ব নবী

মাদারেজুন্ নাবুয়াত কিতাবে মাওয়াহিবুল লাদুনিয়ার বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে, ইবনে ইসহাক, ইবনে রাহাওয়াহা, আবু ইয়ালা, তিবরানী, বাইহাকী ও আবু নুয়াইম প্রমুখ সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন : হযরত হালীমা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি বনী সায়াদ বিন বাকারের মহিলাগণের সহিত দুগ্ধ পান করাইবার জন্য সন্তান তালাশের উদ্দেশ্যে

মক্কা শরীফে আসিয়াছিলাম। সেই বৎসর (মক্কার বাহিরে) খুব অভাব ছিল। আমি একটি গর্ধভী নিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সাথে আমার স্বামী এবং আমাদের একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুও একটি দুধ পান করার উটনী ছিল।

আল্লাহর কসম! তখন আমার উটনী এক ফোটা দুধও দিত না। ছেলেসহ আমরা ঐ রাত্রগুলিতে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারি নাই। ছেলেটির তৃপ্তি মিটাইবার জন্য আমার স্তনে এতটুকু দুধও ছিল না এবং তাহার খাদ্য উটনীর মধ্যেও পাওয়া যাইত না।

আমার সাথী এমন কোন মহিলা বাকী ছিল না যাহার নিকট দুধ পানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে পেশ করা হয় নাই। অথচ সকলেই অস্বীকার করিল যেহেতু তিনি এতিম ছিলেন। আমি ব্যতীত আর সকল মহিলাই দুগ্ধপায়ী সন্তান পাইয়া গেলেন। এইদিকে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ছাড়া নেওয়ার বাকী আর কোন ছেলে রহিল না। অবশেষে আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, সকল নারীদের মধ্যে শুধু আমি একাই ছেলে না লইয়া খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া যাইব, ইহা আমার নিকট ভাল মনে হইতেছে না, অতএব অগত্যা আমরা ঐ এতিম ছেলেটিকেই লইয়া আসি। অতঃপর আমি ছেলেটির নিকট গেলাম, তখন তিনি ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা একখানা পশমী কাপড় দ্বারা আবৃত ছিলেন। উহা হইতে অধিক পরিমাণে মৃগনাভীর খুশবু বাহির হইতেছিল।

তাঁহার ছাল্লাল্লাহ-আলাইহে ওয়া ছাল্লাম সঙ্গে একখানা রেশমী চাদরের বিছানা ছিল। তিনি উহার উপর চিত অবস্থায় শোয়া ছিলেন।

তাঁহার নূরানী চেহারার সৌন্দর্য দেখিয়া আমার অন্তরে খুব মহব্বত ও স্নেহ জাগিয়া উঠিল, নিদ্রা হইতে জাগ্রত করার মানসে আমি আস্তে আস্তে তাঁহার অতি নিকট যাইয়া তাঁহার বক্ষে হাত রাখিলাম, ইহাতে তিনি মুচকি হাসিয়া দুই নয়নে আমাকে দেখিবার জন্য তাকাইলেন। সেই সময় তাঁহার উভয় চোখের মধ্য হইতে নূর বাহির হইয়া আকাশের সহিত মিলিয়া গেল। আমি শুধু নীরব দর্শক হিসাবে চাহিয়া রহিলাম। এরপর আমি তাঁহার দুই নয়নের মাঝখানে চুমু খাইয়া আমার ডান পাশের স্তন তাঁহাকে দান করিলাম। আমার স্তন তাঁহার ইচ্ছা পরিমাণ দুধ পান করিল। তারপর আমি তাঁহাকে আমার বাম স্তন দান করিতে চাহিলে তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। দুধ পান করার শেষ দিবস পর্যন্ত সর্বদা তাঁহার এই নিয়ম বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ তিনি কখনও বাম স্তান হইতে দুধ পান করেন নাই। বিদ্যানগণ বলিয়াছেন, দুধ পান করার ব্যাপারে তাঁহার আরো শরীক ভাই আছে এই কথা আল্লাহ তয়ালা ইল্‌হামের দ্বারা

তাঁহাকে খবর দান করিয়াছিলেন। শিশু অবস্থায় তাঁহাকে ইল্‌হামের মাধ্যমে আদাল ও ইন্‌সাফ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

দুগ্ধ ভাই সহ তৃপ্তির সহিত দুধ পান

হালীমা বলেন, অতঃপর মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ও তাঁহার দুগ্ধ ভাই খুব তৃপ্তির সহিত দুধ পান করিলেন। এইবার আমি তাঁহাকে লইয়া নিজ স্থানে আসিলাম। পুনরায় তাঁহাকে আমার স্তন দান করিলাম। তিনি ও তাঁহার দুগ্ধ ভাই পেট ভরিয়া দুধ পান করিলেন। আমার স্বামী আমাদের উটনীটির নিকটেই দাঁড়ান ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন দুধে উটনীর স্তনগুলি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি দুধ দোহন করিয়া আমিও তিনি পেট ভরিয়া দুধ পান করিলাম। আমরা সকালে রাত্র খুব আরামে কাটাইলাম।

আমার স্বামী আমাকে বলিলেন–হে হালীমা! আল্লাহর কসম তুমি একটি মোবারক শিশুকে আনিয়াছ। তুমি তাঁহাকে আনার পর হইতে আমরা কিরূপভাবে শান্তিতে আর আরামে রাত্র কাটাইতেছি তুমি কি লক্ষ্য কর নাই? দিনের পর দিন আল্লাহ তায়ালা আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কেবল বাড়াইয়া দিতেছেন। হালিমা বলিতেছেন, কয়েক রাত্র আমরা ছেলেটি সহ মক্কায় অবস্থান করিলাম। হঠাৎ এক রাত্রে তাঁহার চতুর্দিক আলোকিত হইয়া গেল। এমন সময় আমি দেখি তাঁহার মাথার পাশে সবুজ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ইহা দেখিয়া স্বামীকে জাগ্রত করিলাম, তিনি স্বচক্ষে এই আশ্চর্য ঘটনা অবলোকন করিয়া আমাকে বলিলেন, হে হালীমা, চুপ থাক! এই গোপন রহস্যের কথা কাহাকেও জানাইও না। কেননা এই মুবারক সন্তান যেদিন জন্ম নিয়াছেন সেই দিন হইতে ইহুদী আলেমেরা তাঁহার তালাশে লিপ্ত রহিয়াছে। দিনের বেলায় জিন্দিগী করা আর রাত্রে নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি কিছুই তাহাদের ভাল লাগে না।

হালীমার গৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা ও গর্দ্দভীর সিজদা

হালীমা বলেন, এরপর আমরা সকল নারী একের পর এক করিয়া দেশের দিকে রওয়ানা দিলাম। আমি মুহাম্মাদের ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আম্মাকে বিদায় দিয়া তাঁহাকে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম গর্দ্দভীর উপর আমার সামনে

বসাইয়া লইলাম। সেই সময় আমার গর্দ্দভী কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া তিনটি সিজদা করিয়া তাহার মাথা আকাশের দিকে উঠাইয়া এমনভাবে রওনা দিল যে, আমার সাথী মানুষের যত আরোহী ছিল সবগুলিকে পিছে রাখিয়া আগে চলিতে লাগিল। আমার গর্দ্দভীর এই দৃশ্য দেখিয়ে সকলেই হতবাক হইয়া রহিল। যাহারা আমার পিছনে পড়িয়া গেল তাহারা আমাকে বলিতে লাগিল, হে আবুযুয়াইবের কন্যা! ইহা কি তোমার সেই গর্দ্দভী যাহার উপর তুমি আরোহণ করিয়া আমাদের সাথে আসিয়াছিলে? আর তখন সেই গর্দ্দভী তোমাকে একবার নীচু আবার উঁচু করিতেছিল।

তাহাদের জওয়াবে আমি বলিলাম হাঁ, আল্লাহর কসম ইহা সেই গর্দ্দভী। ইহাতে তাঁহারা একেবারেই আশ্বর্যান্বিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, বর্তমান এই গর্দ্দভীর এক বিরাটমর্যাদা দেখাযাইতেছে।

হালীমা বলেন, এই সময় আমি গর্দ্দভীকে বলিতে শুনিয়াছি। আল্লাহর কসম আমরে এক বিশেষ মর্যাদা আছে, আবার এই মর্যাদার উপর আর একটি বিরাট মর্যাদা ও মহাসম্মান রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে মরণের পর জীবিত করিয়াছেন। এবং দুর্বলতার পর সবলতা দান করিয়াছেন। হে বনী সায়াদের নারীগণ! আল্লাহ তোমাদের-মঙ্গল করুন। তোমরা গাফলতিতে পড়িয়া রহিয়াছ। তোমর জাননা; আমার পিঠের উপর কে রহিয়াছেন, যিনি হইতেছেন–সমস্ত নবীগণের সর্বোত্তম মনোনীত, তামাম পয়গাম্বরগণের নেতা, পূর্বাপর সকলের চাইতে উত্তম এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। তাসলিমান–তাসলিমা।"

পথে দুশমনদের হামলা

নুজহাতুল মাজালিস কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে, হালীমা বলিয়াছেন, আমরা কিছু দূর যাইবার পর হঠাৎ পাইলাম ৪০ জন খৃষ্টান মুহাম্মাদের ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম কথা আলোচনা করিতেছিল, তাহাদের সাথে বিষাক্ত তলোয়ার ছিল। তাহাদের সর্দার আমাদেরকে দেখা মাত্র তাহার দলের লোকদেরকে বলিল, তোমাদের ভাল হউক; তোমরা এই ছেলেটিকে ধর এবং হত্যা কর (নাউযুবিল্লাহ)। ইহাই হইতেছে তোমাদেরপ্রকৃতউদ্দেশ্য ব্যক্তি।

হালীমা বলেন, এই সময় আমি হে মুহাম্মদ! (বিপদ! বিপদ!।) বলিয়া চিৎকার করিলে তিনি চক্ষু খুলিয়া সামান্যভাবে আকাশ পানে চাহিলেন, অমনি আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষিত হইয়া সকলকে জ্বালাইয়া দিল। ইহা দেখিয়া আমার স্বামী বলিলেন, হে

হালীমা! সত্যই এই ছেলেটির উন্নতমানের মর্যাদা রহিয়াছে। মনে হয় অচিরেই তাঁহার হুকুম সকলের উপর বিজয় লাভ করিবে।

হালীমার বকরীর প্রচুর দুধ

ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য অনেকেই হযরত হলীমা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অবশেষে আমরা বনী সায়াদের গোত্রে (আমাদের নিজ বাড়ীতে) আসিয়া পৌছিলাম। কোন ভূমি আমাদের সেখানকার ভূমি হইতে বেশী শুষ্ক ছিল এমন কথা আমার জানা ছিল না, (অর্থাৎ আমাদের জমিনগুলি সর্বাধিক শুষ্ক ছিল)।

অথচ মোহাম্মাদকে ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম লইয়া বাড়ী আসার পর হইতে আমার বকরীগুলি সেই ভূমিতে পেট ভরিয়া ঘাস খাইতে লাগিল, এবং তাহাদের স্তন দুধে ভরিয়া গেল। এখন হইতে আমরা প্রচুর পরিমাণে দুধ দোহন করিয়া পান করিতে লাগিলাম। আর সেই সময় অন্য কেহ একফোটা দুধও দোহন করিতে পারিতনা।

ফলে আমাদের গোত্রের শহরবাসীগণ তাঁহাদের রাখালদেরকে বলিয়া দিলেন যে, আবুযুয়াইবের কন্যা হালীমার রাখালেরা তাহাদের বকরীগুলিকে যেস্থানে চরাইতেছে তোমরাও সেই স্থানে আমাদের বকরীগুলিকে চরাইও, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের (কোন ফল হইল না) বকরীগুলি উপবাস থাকিয়াই যাইত, কোন রকমেই পেট ভরিত না! যেই ভূমিতে আমাদের ছাগল চরিত আর দুধে স্তন ভরা থাকিত।

প্রিয় নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে অ–সাল্লামের প্রথম বক্ষ বিদারণ হালীমার (রাঃ) ঘরে থাকা অবস্থায় হইয়াছিল।

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيمَ بِعَرْفِ شَذِيٍّ صَلٰوَاةِ وَّتَسْلِيمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجَعَلَهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا -

বর্ধিত হওয়া ও প্রথম বাক্য

হালীমা বয়ান করেন, অন্য ছেলেরা এক মাসে যাহা বাড়িত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম একদিনে তাহা বাড়িতেন। অন্যরা এক বৎসরে যাহা বর্দ্ধিত হইত তিনি এক মাসে তাহা বর্দ্ধিত হইতেন।

সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় এক নূর প্রত্যহ তাঁহার উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ঢাকিয়া লইত, আবার চলিয়া যাইত। যখন তাঁহার কথা বলার বয়স আসিয়া পৌছিল, সেই সময় আমি তাঁহাকে এই বাক্য বলিতে শুনিয়াছিঃ–

الله اكبر الله اكبر والحمد لله رب العالمين وسبحان الله بكرة واصيلا

অর্থঃ–"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বমহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আমি সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।"

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

৮ম ওয়াজ

বক্ষ বিদারণ

মাওয়াহিবে লাদুনিয়া হযরত হালীমা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি তাঁহাকে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম দুধ ছাড়াইবার পর দিয়া আসার জন্য তাঁহার মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আম্মার নিকট লইয়া গেলাম, কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় আমার নিকট রাখিয়া দেওয়ার জন্য আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কেননা তাঁহার দ্বারায় আমাদের অগণিত কল্যাণ সাধিতে হইতেছিল। তাই আমি তাঁহার আম্মাকে এই বিষয় জ্ঞাত করণার্থে বলিলাম, যদি ছেলেটিকে মোটা-তাজা হওয়া পর্যন্ত আমার নিকট রাখিয়া দিতেন ভালো হইত, উপরন্তু এখন মক্কায় তাঁহাকে রাখাও আমি ভালো মনে করিতেছি না, কেননা বর্তমানে মক্কায় মারাত্মক মহামারি দেখা দিয়েছে। আমিনা পুনরায় ছেলেটিকে আমাদের সাথেই দিয়া দিলেন। আমি তাঁহাদের লইয়া বাড়ী পৌছিলাম, আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমরা বাড়ী পৌছিবার দুই বা তিন মাস পর মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম একদিন তাহার দুগ্ধ ভাইয়ের সহিত আমাদের বাড়ীর পিছনে পশুচারণ ভূমিতে ছাগল ছানাদের সাথে ছিল। এমতাবস্থায় তাহার দুগ্ধ ভাই দৌড়ের সহিত আসিয়া বলিল, দুইজন সাদা কাপড় পরিহিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আমাদের কোরাইশী ভাইকে লইয়া গিয়াছে এবং চিৎ

করিয়া শোয়াইয়া তাঁহার পেট ফাঁড়িয়া ফেলিয়াছে। (১) এই কথা শুনিয়া আমিও তাঁহার দুগ্ধ পিতা (আমার স্বামী) উভয়ে দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দাঁড়ান অবস্থায় পাইলাম, এই সময় তাঁহার রং মাটি জড়িত বিবর্ণ ছিল। অতঃপর তাঁহার দুগ্ধ পিতা তাঁহাকে গলার সহিত জড়াইয়া আদর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! তোমার কি হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, সাদা কাপড়ধারী দুইজন পুরুষ আসিয়া আমাকে শোয়াইয়া উভয়ে আমার পেট ফাড়িয়া কি যেন আমার পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে (২) এবং ইহার পর আমার পেট যেরূপ ছিল সেরূপ করিয়া দিয়াছে। (হালীমা বলেন) আমরা সব কথা শুনিয়া তাঁহাকে বাড়ী চলিয়া আসিলাম। তাঁহার দুগ্ধ পিতা আমাকে বলিলেন। হে হালীমা! এই সন্তান সম্পর্কে আমার ভয় হইতেছে। তাঁহার উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে না কি, তুমি আমার সহিত চল বিপদ আসার পূর্বেই আমরা তাঁহাকে তাঁহার আম্মার নিকট পৌছাইয়া দিয়া আসি। হালীমা বলেন, আমি তাঁহাকে কোলে করিয়া মক্কায় যাইয়া তাঁহার আম্মার নিকট পৌছাইয়া দিলাম। তখন তাঁহার আম্মা বলিলেন, আপনারা ছেলেটিকে এত তাড়াতাড়ি কেন লইয়া আসিয়াছেন? আপনারা ত উভয়ে তখন উহাকে নেওয়ারজন্য বড় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বলিলাম, আমরা তাঁহার ধ্বংস ও হালাকির এবং নতুন কোন বিপদ আসিয়া পড়ে নাকি ইহার ভয় করিতেছিলাম। তাঁহার আম্মা বলিলেন আপনারা যে নতুন বিপদ দেখিয়াছেন উহা কি বিপদ ছিল? আপনারা আপনাদের দৃশ্য ঘটনা সত্যসত্যভাবে আমাকে শুনাইয়া দেন। তিনি যখন আমাদেরকে আর না বলাইয়া ছাড়িলেন না তখন আমরা সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া দিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তাঁহার উপর শয়তানের (জিনের) আছর হইয়াছে নাকি; এই বিষয়ে আপনারা ভয় পাইতেছেন। তবে জানিয়া রাখিবেন, খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবেন যে, কখনও মুহাম্মাদের ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম উপর শয়তানের আছর হইতে পারিবে না আল্লাহর কসম মুহাম্মাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্যই নাই। তবে আমার ছেলের জন্য এক নয়া অবস্থা হইতে পারে। অতএব আপনারা তাহাকে আমার নিকট রাখিয়া যান।

আবুইয়ালা, আবুনুঈম ও ইবনে আসাকির প্রমুখ মুহাদ্দীসগণের নিকট শাদ্দাদ বিন আওসের হাদীসের মধ্যে বনি আমিরের এক ব্যক্তির বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, আমি বনি সায়াদ বিন বাকার গোত্রে দুধ পানকারী ছিলাম। এই সময় একদিন আমি এবং আমার সমবয়সী

ছেলেরা এক মাঠে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি তিনজন লোক দেখিতে পাইলাম, তাঁহাদের সঙ্গে স্বর্ণের তশতরী বরফে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহারা আমার সাথীদের মধ্য হইতে আমাকে ধরিলেন। আমাকে ধরিয়াছে দেখিয়া আমার সাথী ছেলেরা ভয়ে দৌড়াইয়া মহল্লার দিকে চলিয়া গেল। আগন্তুকদের মধ্য হইতে একজন আমাকে খুব নম্র ও ভদ্রতার সহিত মাটিতে শোওয়াইয়া আমার বক্ষ হইতে পেটের নিম্নদেশ পর্যন্ত ফাড়িয়া ফেলিলেন, আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, আমার পেট তিনি এইরূপে ফাড়িলেন যে, ইহাতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম, আমার জ্ঞান ঠিক ছিল, আমি মোটেও বেহুশ হই নাই। এরপর সেই ব্যক্তি আমার পেটের নাড়ীসহ অন্যান্য সবকিছু বাহির করিয়া উক্ত বরফের দ্বারা খুব ভালভাবে ধুইয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ইহার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রথম ব্যক্তিকে সরাইয়া দিলেন এবং হাত আমার পেটের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া আমার কলব বাহির করিয়া আনিলেন। তিনি উহাকে পৃথক করিয়া ফেলিলেন, ইহাও আমি স্বচক্ষে অবলোকন করিতেছিলাম। ইহার পর তিনি উক্ত কলব হইতে কাল এক টুকরা গোশত বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তিনি তাঁহার হাত দ্বারা একবার ডানে আবার বামে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল তিনি যেন কি তালাশ করিতেছেন। একটু পরেই তাঁহার হাতে একটি নূরের আংটি দেখিতে পাইলাম! আংটিটি এত উজ্জ্বল ছিল যে, উহার দিকে তাকাইলে দর্শনকারীর চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসিত। তিনি উক্ত আংটি দ্বারা আমার অন্তরে নূরের মোহর মারিয়া দিলেন। নবুয়াত ও হিকমাতের রিসালাত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূর দ্বারা আমার অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। আমি সেই আংটির চাপের অনুভূতি অনেক দিন পর্যন্ত অনুভব করিয়াছিলাম। এইবার তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাইয়া তাঁহার হাত আমার বক্ষ হইতে পেটের নিম্নস্থান পর্যন্ত পৌছাইয়া মুছিয়া দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে আমার পেটের ফাড়ার স্থান মিশিয়া গেল। তাঁহারা খুব ভদ্রতা ও ইজ্জতের সহিত আমাকে শয়ন হইতে উঠাইয়া তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, এইবার তাঁহাকে তাঁহার দশজন উম্মতের সহিত ওজন কর। তখন তাঁহারা আমাকে আমার ১০ জন উম্মতের সহিত ওজন করিলে আমার ওজন বেশী হইল। এরপর ১০০ জন উম্মতের সহিত ওজন করার আদেশ হইল। এইবারও আমি ভারী হইলাম। আবার বলিল, ১০০০ হাজারের সহিত ওজন কর, এই তৃতীয়বারেও আমার ওজনই বেশী হইল। তখন সেই তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, তাঁহাকে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম

ছাড়িয়া দাও, আর ওজন করা লাগিবে না। কেননা, তাঁহাকে যদি তাঁহার সমস্ত উম্মতের সহিত ওজন করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার ওজন সকল উম্মত হইতে ভারী হইবে। কাজেই আর ওজনের দরকার নাই।

অতঃপর তাঁহারা সকলেই আমাকে তাঁহাদের বুকের সহিত লাগাইয়া আমার সঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন এবং আমার মাথায় ও দুই নয়নের মধ্যখানে চুমু খাওয়ার পর আমাকে বলিয়াছিলেন,-হে দোস্ত! আপনি ভয় করিবেন না। যদি আপনি জানিতেন আপনার সহিত কিরূপ উত্তম ব্যবহারের কথা রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনি (আনন্দে আর উৎফুল্লে বিভোর হইয়া) একেবারে খুশী হইয়া যাইতেন।

বক্ষ বিদারণ উপরের ঘটনা ছাড়াও অন্যান্য সময় আরও সংঘটিত হইয়াছে। মাওয়াহিবে লাদুনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এর নিকট হিরা গুহায় যখন হযরত জিব্রাঈল ওহী লইয়া আসিয়াছিলেন সেই সময় একবার সীনাচাক হইয়াছিল, আর মিরাজের রাত্রেও সীনা মোবারক ফাড়া হইয়াছিল। অন্য আর একটি রেওয়ায়েতে আছে যখন তাঁহার বয়স ১০ বৎসর সেই সময়ও একবার বক্ষবিদারণ করা হইয়াছিল।

তাঁহার ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বক্ষবিদারণ ও গোশত বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া সম্বন্ধে হিকমাত বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বালকসুলভ (ছেলেমী ইত্যাদি) অবস্থা দূর করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ছোট বেলাই প্রতিপালনের সময় বড়দের গুণে গুণান্বিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। খুব উত্তম চরিত্রের সহিত এবং পরিপূর্ণ পবিত্রতার সাথে বয়সপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجَعَلَهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

দোয়া

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجَعَلَهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

হে আল্লাহ্! হে জাতে পাক আপনি এমন আল্লাহ যিনি হককে এক হিসাবেই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এবং এক নেতার তাবেদরী ও অনুকরণ করা সর্বসাধারণের জন্য ওয়াজিব করিয়াছেন। আপনার হাবীব প্রিয় নূরনবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বরকতে ইজ্জত ও শানে এবং খুশীর খাতিরে ও উছিলায় তাঁহার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনাকরী জৌনপুরের 'আলী'কে মাফ করিয়া দেন। আর যাঁহারা এই কাহিনীর লেখক (ও অনুবাদক, প্রকাশক) পাঠক ও কান পাতিয়া শ্রবণকারী, তাঁহাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দেন। এমন নবী পাকের ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম উসিলা দিয়া ক্ষমা চাহিতেছি যাঁহাকে আপনি 'মাকামে মাহমুদে' প্রশংসিত স্থানে পাঠাইয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্র নূরের বরকতে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং আহম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামের পবিত্র জাতের বুজর্গী দ্বারা আপনার নিকট উসিলা তালাশ করিতেছি। আপনি আমাদিগকে আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের উপরে মজবুত ভাবে দৃঢ় রাখেন। যে জামায়াতটি হইতেছে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার একমাত্র পথ বা অবলম্বন। হে আল্লাহ! আমাদিগকে এই জামায়াতের উপর এমনভাবে মজবুত রাখিবেন, যাহা আমাদিগকে আপনার নবীর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম তাবেদারী করার শক্তি দান করিবে এবং আমরা যেন কথায় ও কাজে, ই'তেকাদে ও বিশ্বাসে, আখলাক ও চরিত্রে সদা সর্বদা তাঁহার পবিত্র চরিত্রের, কর্মের, হালাত ও কথার অনুকরণ করিয়া যাইতে পারি, সেই শক্তি আমাদিগকে দান করিবেন।

বস্তুতঃ এই জামাতের উপরেই চারো ইমাম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহম্মাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) তাঁহারা সকলেই এই আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের মধ্যে থাকিয়া দ্বীনের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়াল তাঁহাদের অগাধ প্রচেষ্টা ও দ্বীনী খেদমতকে কবুল করিয়াছেন। কেননা, এই কথার উপরে মুহাক্কেকীন ওলামাগণের ইজমা হইয়া গিয়াছে যে, এই চারো ইমাম হকের উপর ছিলেন এবং কিয়ামতের ময়দানে তাঁহারা নাজাতী দল হিসাবে গণ্য হইবেন, ইন্‌শাআল্লাহ।

হে দয়াময়! যাঁহারা এই পবিত্রমত শ্রেষ্ঠ মাহফিলে উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের মনের উদ্দেশ্য পুরা করিয়া দেন, আর যাঁহাদের দ্বারা এই নেকের মাহফিল অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহাদেরকে ইহার নেকী দান করেন।

হে আমাদের মা'বুদ মহা শক্তিশালী আল্লাহ। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সর্বদা জয়যুক্ত রাখেন এবং ইজ্জত ও শক্তি দান করেন। বর্তমান বিশ্বের সকল মুসলিম বাদশাহদিগকে শক্তিশালী বানাইয়া তাহাদের রাজত্বকে স্থায়ীভাবে কায়েম রাখেন।

হে দয়ালু দাতা আল্লাহ! বিশ্ব মুসলমানদের যত শহর ও বন্দর আছে সেইগুলিকে ও উহাদের নাগরিকদিগকে দুনিয়াবী প্রত্যেক বিপদ আপদ হইতে নিরাপদ রাখেন এবং আসমানী সকল মুসীবত হইতে মাহফুজ রাখেন। তাহাদিগকে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত ও শরমিন্দা করিবেন না, পরের মুখাপেক্ষী বানাইয়া লজ্জা দিবেন না। হে আল্লাহ! আপনার রহমতে, আপনারি অনুগ্রহে আমাদের সকলের জন্য এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবিত ও মৃত ঈমানদার মুসলমান নরনারীর জন্য পর্দা (পাপের গোপনীয়তা) শান্তি ও ক্ষমা লেখিয়া দেন। হে আল্লাহ, আপনি সর্বাধিক দয়ালু ও দাত। তাহাদের উপর বড় রকমের সাহায্য করেন।

যে ব্যক্তি এই দোয়া শুনিয়া 'আমিন' বলিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অনুগ্রহ করিবেন।

عَطِرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفِ شَذِيِّ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ - وَجَعَلَهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

পরিশিষ্ট

দরূদ শরীফের উপকার

'জয্বুল কুলুব' কিতাবের সতের অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখা আছে—দরূদ শরীফ পাঠকারীর সমস্ত কষ্ট সহজ হইয়া যায়, প্রয়োজন পূর্ণ হয়, গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, সমস্ত মন্দ কাজের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হইয়া যায়, তাহার দুঃখ-বেদনা, চিন্তা-অস্থিরতা দূর হইয়া যায়, রোগের শেফা (আরোগ্য) হয়, ভয়-ভীতি দূর হইয়া যায়। যদি কেহ গুনাহর মধ্যে অভিযুক্ত হইয়া পড়ে তবে তাহাকে ঐ গুনাহ হইতে পাক-পবিত্র করে, দুশমনদের উপর জয়ী হইবে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন, আল্লাহ্র মহব্বত তাহার মধ্যে সৃষ্টি হইবে, ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিবে, তাহার আমল ও মাল পাক হইবে ও বৃদ্ধি হইবে, তাহার দেহ পাক হইবে, অন্তর পরিষ্কার হইবে, মনের অস্থিরতা দূর ও সমস্ত কাজে বরকত হইবে, এমনকি আসবাবপত্রের মধ্যে, সন্তান-সন্তুতির মধ্যে এবং তাহার সন্তানদের মধ্যে চার বংশ পর্যন্ত কেয়ামতের কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবে। আর মৃত্যুর কষ্ট সহজ হইবে, দুনিয়ার কষ্ট-যাতনা, অভাব-অনটন হইতে মুক্তি পাইবে, ভুলিয়া যাওয়া বস্তু স্মরণ হইবে, কৃপণতা ও অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, কেননা হাদীসে আছে যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনা হওয়ার সময় তাঁহার উপর দরূদ শরীফ না পড়িবে সে কৃপণ এমনকি সে যেন তাঁহার উপর অত্যাচার করিল।

'জয্বুল কুলুব' কিতাবের সতের অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখা আছে, ছাহাবী ও অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ (হাদীসবিদ) (আল্লাহ তাঁহাদের উপর রহমত বর্ষণ করুক) মোহাম্মদ এবনে সায়ীদ এবনে মাতরাফ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার শয়নের পূর্বে দরূদ শরীফ পড়ার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব রাত্রে শয়নের পূর্বে সর্বদা দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন। একদিন রাত্রে সায়ীদ এবনে মাতরাফ স্বপ্নে দেখিলেন হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঘরে তশরীফ (আগমন) আনিয়াছেন এবং নিজের জামাল ও কামালের নূরে সমস্ত ঘরকে আলোকিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে (মাতরাফকে) বলিলেন, তোমার মুখকে আমার সম্মুখে আন যে মুখ দিয়া তুমি দরূদ শরীফ পড়িতে আমি তাহাতে চুমা দিব। তিনি (সায়ীদ) বলিলেন, আমি আমার মুখ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মুখের সম্মুখে আনিব ইহা

আমার নিকট লজ্জা বোধ হইল সুতরাং আমি আমার গালের দিকটা তাঁহার সম্মুখে বাড়াইয়া দিলাম হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার গণ্ডদেশে চুমা দিলেন। অতঃপর আমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিলাম সমস্ত ঘর মুশকের সুগন্ধে মোহিত হইয়া গিয়াছে। আর আটদিন পর্যন্ত আমার গণ্ডদেশ হইতে মুশকের সুগন্ধ আসিত।

শেখ আহমদ এবনে আবু বকর সূফী মোহাদ্দেস নিজের কিতাবে শেখ মুজিদুদ্দিন ফিরুজাবাদী হইতে সনদসহ বর্ণনা করিয়াছেন, আফালানদি বর্ণনা করিতেছেন একদিন শিবলী আবু বকর মোজাহেদের খেদমতে আসিলেন। আবু বকর মোজাহেদ তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন। আর তাঁহার দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে চুমা দিলেন, তখন আমি বলিলাম হে সায়্যেদী! আপনি শিবলীকে এমন সম্মান করিলেন ব্যাপার কি? এমন কি আপনি নিজে এবং বাগদাদের সমস্ত লোকেরা জানে যে, সে একজন পাগল। তখন আবু বকর মোজাহেদ বলিলেন, আমি করি নাই বরং রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া করিয়াছি। এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম শিবলী হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলেন। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম সে আসিতেই দাঁড়াইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে কোলে বসাইলেন ও তাহার দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে চুমা দিলেন। তখন আমি বলিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি শিবলীকে এমন সম্মান করিলেন কারণ কি? হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তরে এরশাদ ফরমাইলেন, সে এশার নামাজের পর এই আয়াত শরীফ পাঠ করিত

لَقَد جَاءكُم. رَسُولٌ مِّن أَنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيهِ مَاعَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ -

উচ্চারণঃ লাকাদ জায়াকুম রাছুলুম মিন আনফুছেকুম আযীযুন আলাইহে মা আনেত্তুম হারিছুন আলাইকুম বিল মুমেনীনা রাউফুর রাহিম। (সূরায়ে তওবা ১১ পারা শেষ আয়াত)

অর্থঃ 'তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে একজন এমন পয়গম্বর আসিয়াছেন, যাহার নিকট তোমাদের ক্ষতির কথা নিতান্ত কষ্টদায়ক হয়, যিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী, ঈমানদারদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও অনুগ্রহপরায়ণ।'

তারপর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে।

এই শেখ আহমদই নিজের উল্লেখিত কিতাবে শিবলী (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শিবলী (রঃ) বলিয়াছেন, আমার প্রতিবেশীর মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালা তোমার সঙ্গে কি করিলেন? সে বলিল, তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ আমার উপর দিয়া ভয়ানক ও আশ্চর্যজনক অবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে। মুনকির নাকিরের প্রশ্নের সময় নেহায়েত নাজুক অবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে। আমি মনে মনে ভাবিলাম হয়ত আমি দ্বীন ইসলামের উপর মারা যাই নাই। আওয়াজ হইল তোমার এই আজাব এই জন্য যে দুনিয়াতে তুমি নিজের জিহবাকে বেকার রাখিয়াছে। যখন আজাবের ফেরেশতা আমাকে আজাব দিবার মনস্থ করিল, তখন একজন সুন্দর, পবিত্র ও সুগন্ধময় ব্যক্তি ইহার মধ্যখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ঈমানের দলিল আমাকে বলিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত করুক, তুমি কে? সে বলিল, তুমি যে দরূদ শরীফ রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উপর পাঠ করিতে আমি উহা, আমাকে উহা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তোমার প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট ও ভয়-ভীতির সময় সাহায্য করিতে।

উক্ত অধ্যায়ে হযরত খিযির (আঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে, তিনি রসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলিবে صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ তাহার অন্তর মোনাফেকী হইতে পবিত্র করা হইবে যেমন কাপড় পানি দ্বারা পবিত্র করা হইয়া থাকে। আর ঐ পরিচ্ছেদের মধ্যে একটি হেকায়েত (গল্প) বর্ণনা করা হইয়াছেঃ লোকেরা এক ব্যক্তিকে দেখিত কাবা ঘরের তোয়াফ, সাফামারওয়াহ দৌড়ান সমস্ত মকামে এবং হজ্বের রোকনগুলি আদায় করিবার সময় সায়্যেদুল মোরসালীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ব্যতীত অন্য কোন দোয়ায় মনোযোগ দিত না। লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি দোয়ায়ে মাসূরাহ পাঠ কর না কেন অর্থাৎ প্রত্যেক জায়গায় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে অথচ তুমি সমস্ত দোয়া পাঠ করনা কেন? তখন সে ব্যক্তি উত্তর দিল, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করার সঙ্গে আর অন্য কোন কিছু শরিক করিব না। কারণ যখন আমার পিতা মারা যায় তখন তাহার মুখমণ্ডলকে দেখিলাম গাধার আকৃতি হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমার মনে খুব চিন্তা হইল। অতঃপর আমি শুইয়া পড়িলাম এবং পয়গাম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে

দেখিলাম আমার পিতার হাত ধরিলেন এবং তাহার জন্য শাফাআত করিলেন। আমি তাহার এই অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, তোমার পিতা সূদখোর ছিল; আর যে ব্যক্তি সুদ খায় তাহার শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে এইরূপই হইয়া থাকে কিন্তু তোমার পিতা প্রত্যেক রাত্রে শয়ন করিবার সময় একশত বার আমার উপর দরূদ শরীফ পড়িত এই কারণে আমি তাহার জন্য শাফাআত করিয়াছি এবং শাফাআত কবুল হইয়াছে। অতঃপর আমি জাগ্রত হইয়া আমার পিতার মুখের দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম পূর্ণিমার চাঁদের মত তাহার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। তাহার দাফনের সময় গায়েব হইতে আওয়াজ শুনিলাম, 'হযরত রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবার কারণে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়দিয়াছেন।'

বর্ণিত আছে, কোন একজন এলমে হাদীসের শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর তাহাকে কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত জাল্লা জালালুহ আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আর যাহারা ঐ মজলিসে বসিয়া হাদীস শ্রবণ করিত তাহাদিগকেও ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। ক্ষমা করিবার কারণ তাহারা দরূদ শরীফ পাঠ করিত অর্থাৎ ঐ এলমে হাদীস পাঠ করিবার সময় বার বার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিত। শেখ জালালউদ্দীন সিয়ূতী (রঃ) 'জামউল জাওয়ামে' কিতাবের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, এবনে আছাকির নিজের ইতিহাস গ্রন্থে হাফস এবনে আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবু জারা'আহকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখিয়াছি, সে প্রথম আকাশে ফেরেশতাদের সঙ্গে ইমামতী করিয়া নামাজ পড়িতেছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এত বড় মর্যাদা কি করিয়া লাভ করিয়াছ? সে উত্তর দিল আমি নিজের হাতে হাজার হাজার নবীর হাদীস লিখিয়াছি এবং প্রত্যেক হাদীস লিপিবদ্ধ করিবার সময় বলিয়াছি عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ এই হাদীস অমুক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন কিম্বা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন অর্থাৎ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَوٰةً اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্তায়ালা তাহার উপর দশবার দরূদ পাঠাইবেন অর্থাৎ রহমত নাজিল করিবেন।'

বর্ণিত আছে, কোন একজন নেককার (সৎ) লোকের তিন হাজার দিনার ঋণ হইয়াছিল। ঋণদাতা কাজীর নিকট নালিশ করিল। কাজী তাঁহাকে এক মাসের সময়

দিলেন। অতঃপর নেককার লোকটি কাজীর নিকট হইতে আসিয়া বিনয়, নম্রতা ও কান্নাকাটি করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিবার জন্য মেহরাবে বসিয়া গেলেন। মাসের সাতাইশ তারিখের রাত্রে কে যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে, আল্লাহ্‌তায়াল তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছে। তুমি আলী এবনে ঈসা উজীরের নিকট যাও এবং বল আমার ঋণ পরিশোধ করিবার তিন হাজার দিনার দেওয়ার জন্য, হযরত রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হুকুম ফরমাইয়াছেন। নেককার লোকটি বলিতেছেন, আমি স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া খুব আনন্দ অনুভব করিলাম এবং নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলাম যদি উজীর স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে আমার নিকট কোন নিদর্শন চায় তবে কি বলিব, সুতরাং সে ঐ দিন আর উজীরের নিকট যায় নাই। তারপর দ্বিতীয় রাত্রে আঁ–হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পুনরায় দেখিলেন, হুজুর প্রথম রাত্রে যাহা বলিয়াছিলেন ঐ কথাই পুনরায় বলিলেন। আমি বেশ আনন্দের সঙ্গে নিদ্রা হইতে উঠিলাম কিন্তু মানুসের স্বভাবের চাহিদায় ঐ দিনও আমি আলী এবনে ঈসা উজীরের নিকট গমন করিলাম না। তৃতীয় রাত্রে পুনরায় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখিলাম। তিনি আমাকে উজীরের নিকট না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি এই স্বপ্নের সত্যতার উপর আপনার খেদমতে কোন একটি নিদর্শন প্রার্থনা করিতেছি। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে এই কথার উপর বেশ বাহবা দিলেন এবং বলিলেন, যদি উজীর নিদর্শন চায় তবে তাহাকে বলিবে তুমি প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পর হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কাহার সঙ্গে কথাবার্তা বল। সে পাঁচ হাজার বার দরূদ মরীফের হাদিয়া আমার দরবারে পাঠায়। আর আল্লাহ্‌তায়ালা ও কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় ছাড়া তোমার ভেদ কেহই জানে না। এই স্বপ্ন দেকার পর আমি উজীরের নিকট গমন করিলাম এবং স্বপ্নের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম আর যে নিদর্শন আঁ–হযরত বলিয়াছেন উহাও প্রকাশ করিলাম। উজীর খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন মারহাবা অর্থাৎ খুশীর কথা আল্লাহ্‌র দূতের দূত আমার নিকট আসিয়াছেন। তারপর তিন হাজার দিনার আমাকে দিলেন এবং বলিলেন, এইগুলি দিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ কর এবং আরো তিন হাজার দিনার দিয়া বলিলেন এইগুলি দিয়া তোমার পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করিও তারপর আরও তিন হাজার দিনার দিয়া বলিলেন এইগুলি দিয়া ব্যবসা করিও। আর আমাকে কসম দিয়া বলিলেন তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট করিও না, তোমার যে

সময় যাহা দরকার পড়ে আমাকে জানাইও। তারপর এই তিন হাজার দিনার নিয়া আমি নির্দিষ্ট দিন কাজীর দরবারে হাজির হইলাম ও গণনা করিয়া দিনারগুলি দিলাম এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। কাজী বলিলেন এতবড় ফযীলত ও বুযুর্গী একা উজীর লাভ করিবে কেন। আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতেছি। তখন ঋণদাতা বলিল, এতবড় ফযীলত তোমরা নিয়া যাইবে এবং এই ব্যাপারে আমি সকলের চেয়ে উপযুক্ত সুতরাং আমি তোমাকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের মহব্বতে ঋণের দায় হইতে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তখন কাজী বলিল, খোদা ও তাঁহার রসূলের মহব্বতে যাহা বাহির করিয়াছি উহা ফেরৎ নিব না। অতঃপর নেককার লোকটি বলিল আমি সমস্ত মাল নিয়া ঘরে ফিরিলাম এবং আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

দ্বিতীয় উপকার : 'জযবুল কুলুব' কিতাবের উল্লেখিত অধ্যায়ে তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখা আছে, আঁ–হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন তোমরা সপ্তাহের অন্য দিন হইতে আলোকিত দিনে ও রাত্রে অর্থাৎ জুমার রাত্রে ও জুমার দিনে অত্যধিক পরিমাণে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, জুমার রাত্রের বিশেষত্ব রহিয়াছে কেননা আঁ–হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ছালাম ও ছালাত পাঠকারীর জওয়াব দেয়। 'মাফাখেরুল ইসলাম' কিতাবে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাত্রে আমার উপর একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্তায়ালা তাহার একশত অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করিয়া দিবেন। ৭০টি দুনিয়ার অভাবের মধ্য হইতে আর ৩০টি আখেরাতের প্রয়োজন হইতে। অন্য হাদীসে আছে যে ব্যক্তি জুমার দিনে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের বাসস্থান বেহেশত না দেখিবে দুনিয়া হইতে বিদায় হইবে না। দরূদ শরিফটি এই–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةً –

উচ্চারণঃ আল্লাহুমা ছাল্লে আঁলা মোহাম্মাদেওঁ ওয়া আলিহি আলফা আলফা মাররাতিন।

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার পরিবারবর্গের উপর হাজার হাজার বার রহমত অবতীর্ণ কর।

ইমাম ছাখাবী (রঃ) হইতে হাদীসে মারফূ বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে খোদা

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি সাত জুমার মধ্যে প্রত্যেক দিন ৭ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার জন্য শাফাআত করা আমার উপর ওয়াজিব হইয়া যাইবে। দরূদ শরীফটি এই–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً وَّلِحَقِّهٖ اَدَاءً وَّاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَاهُوَ اَهْلُهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا اَفْضَلَ مَاجَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ يَاۤاَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ٠

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদেওঁ ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদিন ছালাতান তাকুনা লাকা রেযায়ান ওয়ালেহাক্ ফিহি আদায়ান ওয়া আতিহিল ওছিলাতা ওয়াল মাকামাল মাহমুদা নিল্লাজি ওয়াত্তাহু ওয়া আজযিহি আন্না মা হুয়া আহলুহু ওয়া আজযিহি আন্না আফযালা মা জাযাইতা নাবিয়ান আন উম্মাতিহি ওয়া ছাল্লে আলা জামিয়ে এখওয়ানিহি মিনান্নাবিয়্যিনা ওয়াছছিদ্দীকীনা ওয়াশশোহাদায়া ওয়াছছালেহীনা ইয়া আরহামার রাহেমীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ (সঃ) ও তাহার পরিবারবর্গের উপর এমন রহমত অবতীর্ণ কর যাহা তোমার সন্তুষ্টির উপযুক্ত এবং যাহা তাঁহার জন্য প্রাপ্য। আর তাঁহাকে মকামে মাহমুদ (প্রশংসিত উচ্চ স্থান) দান কর যাহার তুমি ওয়াদা করিয়াছ। আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে পুরস্কার দান কর যেমন পুরস্কার তিনি পাওয়ার উপযুক্ত। আর আমাদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এমন শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন দান কর যেমন কোন নবীকে তাঁহার উম্মতগণ দিয়াছেন। এবং তাঁহার সমস্ত নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং ছালেহীন ভাইদের উপর রহমত নাযিল কর। হে দয়াময় তুমিই সকলের চেয়ে দয়াশীল ওকরুণাময়।

আর 'মাফাখেরুল ইসলাম' কিতাব আছে, হযরত সায়ীদ এবনে মোছায়্যেব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ৮০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্তায়ালা তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। আর ঐ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, জুমার রাত্রে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে দরূদ শরীফ পড়িবার উপকারের উপর একটি হাদীস মাফাখেরুল ইসলামে বর্ণিত হইয়াছে,

যে ব্যক্তি জুমার রাত্রে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে সে কখনও পরমুখাপেক্ষী বা অভাবগ্রস্ত হইবে না।

তৃতীয় উপকারঃ 'জয্বুল কুলুব' কিতাবের সতের অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ভাল জায়গায় এর বরকতময় স্থানে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা মোস্তাহাব এবং উহা ভাল কাজের মধ্যে গণ্য। কিন্তু ওলামাগণ কিছু নির্দিষ্ট জায়গা যেখানে যেখানে মোস্তাহাব ফযিলতের খুব তাকিদ আছে উহার উপকার বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে কোন কোন জায়গায় এবং কোন অবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করা খুব উপকার ও ফযিলত তাহা বর্ণনা করা হইতেছে-(১) অজু, গোছল ইত্যাদিতে পবিত্রতা হাছেল করিবার পর এমনকি তাইমুমের পরও, (২) নামাজে তাশাহ্হুদের পর, (৩) শাফী মাযহাবে দোয়ায়ে কুনুতের পর, (৪) প্রত্যেক নামাজের পর, (৫) আজান এবং একামতের পর, (৬) রাত্রে শোবার পর এবং তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠিবার সময়, (৭) অজুর পর, (৮) যখন আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা করে তখন দরূদ শরীফ পাঠ করিবে যেমন,

اَلحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى نَحمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُولِهِ এবং حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا এবং رَسُولِهِ

(৯) তাহাজ্জুদ নামাজের পর, (১০) মসজিদের মধ্যে দিয়া যাতায়াত করিবার সময় অর্থাৎ যে মসজিদের এক পথ (দরওয়াজা) দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে হয় এমন মসজিদের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিল তখন দরূদ শরীফ পড়িবে, (১১) মসজিদে প্রবেশ করিবার সময়, (১২) মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময়, (১৩) জুমার দিনে (১৪) জুমার রাত্রে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে, (১৫) বিশেষ করিয়া জুমার নামাজের পর, (১৬) বৃহস্পতিবার, (১৭) শনিবার, (১৮) রবিবার, (১৯) সপ্তাহের প্রত্যেক দিন দরূদ পাঠ করিবার হাদীস বর্ণিত আছে, (২০) সমস্ত খোতবার মধ্যে, (২১) সপ্তাহের প্রথম দিন, (২২) সপ্তাহের শেষ দিন, (২৩) সেহেরীর সময়, (২৪) খোতবার মধ্যে বিছমিল্লাহ পড়িবার পর, (২৫) শাফী মাযহাবের লোকদের নিকট ঈদের তাকবিরের সময়, জানাযার নামাজের সময়, হজ্বের এহরামের মধ্যে তালবিয়াহর পর, আর ছাফা-মারওয়ার উপর, তাহলিল ও তাকবিরের পর অর্থাৎ যে স্থানে তাহলিল এবং তাকবির বলিতে হয় সেখানে তাহলিল এবং তাকবির বলিবার পর দরূদ শরীফ পড়িবে, (২৬) কাবা ঘর দেখিবার সময়, (২৭)

হেজরে আসওয়াদ চুমা দিবার সময়, (২৮) তাওয়াফের মধ্যে, (২৯) মোলতাজেমের নিকট, (৩০) হজ্বের মধ্যে যেখানে যেখানে থামিতে হয়, (৩১) নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকের নিকট, (৩২) নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিদর্শনসমূহ দেখিয়া যেমন, কাপড়-চোপড়, চুল মোবারক ইত্যাদি, (৩৩) আর যে সমস্ত স্থানে আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন এবং গমন করিয়াছেন যেমন কোবা, মদীনায়ে মোনাববারাহ, বদরের প্রান্তর, ওহুদ পাহাড়, (৩৪) কোন কিছুতে লাভবান হইবার সময়, (৩৫) ক্রয়-বিক্রয়ের সময়, (৩৬) ওসীয়ত লেখার সময়, (৩৭) সফরের ইচ্ছা করিবার সময়, (৩৮) যানবাহনে আরোহণ করিবার সময়, (৩৯) নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার পর, (৪০) বাজারে যাওয়ার সময়, (৪১) বাজারে প্রবেশ করিবার সময়, (৪২) দাওয়াতে উপস্থিত হওয়ার সময়, (৪৩) দাওয়াত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময়, (৪৪) ঘরে প্রবেশ করিবার সময়, (৪৫) কোন প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ার সময়, (৪৬) যখন অভাব-অনটনের ভয় হয়, (৪৭) চাকর-চাকরাণী পলাইয়া গেলে, (৪৮) চিন্তা এবং পেরেশানের সময়, (৪৯) প্লেগ রোগ উপস্থিত হইলে, (৫০) পানিতে ডুব দিবার সময়, (৫১) পানিতে ডুবিবার ভয় হইলে, (৫২) পায়ে ঝুনঝুনি পড়িবার সময়, (৫৩) হাঁচি দিবার সময়, (৫৪) কোন ভুলিয়া যাওয়া বস্তু স্মরণ হওয়ার সময়, (৫৫) ভুলিয়া যাইবার ভয় হইলে, (৫৬) মূলা খাওয়ার সময়, (৫৭) পানি পান করিবার সময়, (৫৮) গাধা চিৎকার করিবার সময়, (৫৯) কোন গুনাহ হইয়া গেলে পর দরূদ শরীফ পড়িলে উহার কাফ্ফারা হইয়া যায়, (৬০) দোয়ার প্রথমে ও শেষে, (৬১) মোসলমান ভাই কিম্বা সঙ্গীদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, (৬২) নিজের দলের লোকেরা কোন কাজে একত্র হইলে পর উঠিয়া যাওয়ার পূর্বে, (৬৩) কোন মজলিস হইতে উঠিবার সময়, (৬৪) কোন সভা-সমিতি যাহা আল্লাহর জন্য কিম্বা ইসলামের কোন রীতি-নীতির জন্য করা সেখানে, (৬৫) কোরআন শরীফ খতম করিবার সময়, (৬৬) কোরআন শরীফ হেফজ হইবার দোয়ার মধ্যে, (৬৭) কথাবার্তা আরম্ভ করিবার সময় যাহা বলা নিষেধ নয়, (৬৮) পাঠ দিতে আরম্ভ করিলে এলেম জারি করিতে, ওয়াজ করিতে, (৬৯) হাদীস পড়াইবার প্রথম ও শেষে, (৭০) কোন জিনিস পছন্দ করিবার সময় কোন কোন মালেকী মাযহাবের আলেম কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপারে দরূদ শরীফ পড়াকে মাকরুহ বলিয়াছেন যেমন হারাম কাজের সময় তাছবীহ ও তাহলীল পাঠ করা; ব্যবসার মাল-আছবাব দেখাইবার সময় আমাদের মাযহাবেও নিষেধ আছে। আর

দরূদ শরীফ পাঠ করা মোস্তাহব ঐ সমস্ত জায়গায় যেখানে রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনা হয় আর আঁ-হযরতের নাম লেখা হয়। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার নামের উপর দরূদ শরীফ লেখে তাহার জন্য সর্বদা ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম ঐ কিতাবে থাকে। ওলামাগণ এই হাদীসের সনদকে দুর্বল বলিয়াছেন আর এবনে জাওযী (রঃ) উহাকে মাউজু (বানান) বলিয়াছে। কিতাব লেখক বলিতেছেন, এবনে জাওযীর মাউজু বলা বিশেষগ্রহণযোগ্যনয়।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি কৃপণতার দরুন কাগজ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে ছায়্যেদুল মোরছালীন ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ লিখিত না। ইহার দরুন তাহার হাত অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। আর এক বক্তি ছিল, সে শুধু 'ছাল্লাল্লাহ আলাইহে' লিখিত তাহার সঙ্গে 'ওয়াসাল্লাম' লিখিত না। স্বপ্নে তাহাকে হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুব রাগ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি নিজকে চল্লিশ নেকী হইতে বঞ্চিত করিতেছ অর্থাৎ 'ছাল্লাম' শব্দের মধ্যে চারটি অক্ষর আছে আর প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে দশ নেকী আছে এই হিসাবে চল্লিশ নেকী হয়। বর্ণিত আছে, কোন এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল আল্লাহ্তায়ালা তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কি কারণে তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। সে বলিল, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামের সঙ্গে ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম লিখিতাম এই কারণে আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আর কোন এক ব্যক্তি ইমাম শাফী (রঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহতায়ালা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমার উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন ও আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে উঠাইয়া বেহেশতে নিয়া গেলেন যেমন বিবাহ মজলিসে দোলহাকে নিয়া যায়। আমাকে ইয়াকুত, মুতী ইত্যাদি দান করিয়াছেন যেমন দোলহাকে দেওয়া হয়। কারণ আমি আমার রেছালা (কিতাব) লিখিবার সময় বলিতাম-

صَلَّى اللّٰهُ مُحَمَّدَ عَدَدَمَا اذكَرَهُ الذكرُونَ وَعَدَدَ مَاغَفَلَ عَن ذكرِهِ الغَافِلُونَ .

উচ্চারণঃ ছাল্লাল্লাহ আলা মোহাম্মদিন আদাদা মা জাকারাহুয় যাকেরুন্না ওয়া আদাদা মা গাফালা আন যেকরিহিল গাফেলুনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর এমন অসংখ্য পরিমাণ দরূদ ও রহমত প্রেরণ কর যেমন তোমার জিকিরকারীগণ অসংখ্য জিকির করে এবং গাফেলীনগণ গাফেল থাকে।

চতুর্থ উপকার : 'জুযবুল কুলুব' কিতাবের সতের অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে–হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিবার ফযিলত লাভ করিবার কারণসমূহের মধ্যে একটি হইল–সর্বদা দিবারাত্র পাক–পবিত্রতার সহিত নিম্নের বাক্যসমূহ দ্বারা দরূদ শরীফ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ –

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহি কামা তুহেব্বু ওয়া তারদালাহু।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের উপর রহমত প্রেরণ কর যেরূপ তুমি তাঁহাদের উপর রহমত প্রেরণ করা পছন্দ করো।' নিম্নের দরূদ শরীফও সর্বদা পড়িলে ঐ ফযীলত লাভ করা যায়ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الاروَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى جَسَدِهٖ فِى الاجسادِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ –

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা রূহে মোহাম্মদিন ফিল আরওয়াহে, আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা জাছাদিহি ফিল আজছাদে, আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা কাবরিহি ফিল কুবুরে

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের (পবিত্র) রূহের উপর রহমত প্রেরণ কর। হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ (সঃ)–এর (পাক) শরীরের প্রতি এবং পবিত্র (কবর) রওজা মোবারকের প্রতি রহমত নাযিল কর।

আর মাফাখেরুল ইসলাম কিতাবে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমার দিনে এক হাজার বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করিবে সে ব্যক্তি স্বপ্নে আঁ–হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইবে কিম্বা বেহেশতে নিজের স্থান দেখিতে পাইবে। আর যদি না দেখে তবে উহা বার বার পড়িতে থাকিলে পাঁচ জুমার মধ্যে আল্লাহতায়ালার মেহেরবানিতে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। দরূদ শরীফটি হইলঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِىِّ الاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ۰

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদিনিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যে ওয়া আলিহি ওয়াছাল্লেম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি নবীয়ে উম্মি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবারবর্গের উপর রহমত প্রেরণ কর।

আর যে ব্যক্তি জুমার রাত্রে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে দুই রাকাত নামাজ পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর এগারবার আয়াতুল কুরছী ও এগার বার সূরায়ে এখলাছ (কুলহু আল্লাহ) পড়িবে এবং ছালামের পর নিম্নের বাক্যগুলি দিয়া ১০০ শত বার দরূদ শরীফ পড়িবে সে ব্যক্তি স্বপ্নে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইবে। যদি না দেখে তবে ইনশাআল্লাহ তিন জুমার মধ্যে দেখিতে পাইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত। দরূদ শরীফটি হইলঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ·

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদিনিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যে ওয়া আলিহি ওয়াছাল্লেম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি নবীয়ে উম্মি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবারবর্গের উপর রহমত প্রেরণ কর।

আরো বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমার রাত্রে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে দুই রাকাত নামাজ পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (পঁচিশ) বার পড়িবে এবং ছালামের পর صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ দরূদ শরীফটি পড়িবে সে ব্যক্তি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে।

হযরত সায়ীদ এবনে আতা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পাক পবিত্র বিছানায় শুইয়া নিম্নের দোয়া পড়িবে এবং শুইবার সময় নিজের ডান হাতকে মাথার নীচে তাকিয়া বানাইয়া শুইবে, তবে আঁ–হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَنْ تُرِيَنِىْ فِىْ مَنَ مَنَامِكَ وَجْهَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ م عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَةً تُقِرُّبِهَا عَيْنِىْ وَتَشْرَحَ بِهَاصَدْرِىْ وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِىْ وَتَفْرَجُ بِهَا كُرْبَتِىْ وَتَجْمَعُ بِهَا بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى ثُمَّ لَا يُفَرِّقُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ اَبَدًا يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ –

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা বে–জালালেকা ওয়াজহিকাল করীমে আন

তুরিয়ানী মানামেকা ওয়াজহি নাবিয়্যেকা মোহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামা রুইয়াতা তুকাররিবুতা আইনী ওয়া তাশরাহ বিহা চাদরী ওয়া তাজমাউ বিহা শামলী ওয়া তাফরুজু বিহা কুরবাতী ওয়া তাজমাউ বিহা বাইনী ওয়া বাইনাহু ইয়ালমাল কেয়ামাতে ফিদদারাজাতেল উলা ছুম্মা লা-ইউফাররেকু বাইনী ওয়া বাইনাহু আবাদান ইয়া আরহামুর রাহেমীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি তোমার মহান শ্রেষ্ঠত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এই আশা নিয়ে যে, তুমি আমাকে স্বপ্নে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারক দর্শন করাইবে যাহাতে আমার চক্ষু শীতল হয়। এবং আমার সীনাকে (বক্ষস্থল) প্রশস্ত করিয়া দাও এবং তাঁহার উছিলায় আমার চিন্তা ও পেরেশানীকে দূর করিয়া দাও। আর কিয়ামতের দিবস তাঁহার সঙ্গে একত্রে আমাকে উচ্চ মর্যাদায় মিলন কর অতঃপর তাঁহার সঙ্গী হইতে কখনও আমাকে বিচ্ছিন্ন করিও না। হে পরম দয়াময় তুমিইকরুণাময়।

যদিও এই নিয়মের মধ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করিবার কথা বলা হয় নাই কিন্তু এই সৌভাগ্য লাভকারী এই দোয়া পাঠ করিবার পূর্বে নিশ্চয়ই দরূদ শরীফ পড়িয়া লইবেন। ইহাতে তুমি আরো কামেল মর্যাদায় পৌছিয়া যাইবে সন্দেহ নাই এবং এই দোয়া আরো কার্যকরী হইবে। এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিবার আরো পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্তসার হইলো-সর্বদা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্মরণে মশগুল থাকিবে এবং সর্বদা দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং তাঁহার দিকে মনোযোগী হইবে। আল্লাহতায়ালা শক্তি দানকারী। 'জয্বুল কুলুবের' বিষয়বস্তু সমাপ্ত হইল।

এই অধম বলিতেছে ঐ সংক্ষিপ্তসারের ব্যাখ্যা এই-আল্লাহতায়ালার জাতে পাকের স্মরণত সর্বদাই থাকিবে কিন্তু তাঁহার মহব্বতের জোশে তাঁহার রসুলের পায়রবী করিবার জন্য তাঁহার ছেফাতের (গুণাবলী) সম্পূর্ণ প্রকাশ রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মনে করিয়া যেমন শাইখের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক সেইরূপ তাঁহার খেয়াল অন্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবে এবং মহব্বতের জোশে তাঁহার স্মরণ সর্বদা মুখের মধ্যে জারি রাখিবে, যেমন বলিতে থাকিবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তাঁহার আকৃতি এইরূপ ছিল, তাঁহার পোশাক এইরূপ ছিল। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) নিজের ছেলে হযরত শীশ (আঃ)-কে ওসিয়ত করিয়াছিলেন, যখন তুমি আল্লাহকে স্মরণ করিবে তৎসঙ্গে

মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করিবে। এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে তাঁহার সদৃশ্য আকৃতির দিকে সর্বদা ধ্যান করিবে। এই অধমের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই মোরাকাবার (স্বর্গীয় ধ্যান) তালিম অতি সহজ করিয়া দিয়াছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَحِبَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

জ্ঞাতব্যঃ মূল কিতাবে পরিশিষ্ট অংশটুকু ছিলনা। আল্লাহর রহমত লাভের উদ্দেশ্যে কতিপয় দুরুদ শরীফ ও উহার আমল হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) লিখিত কিতাবে এস্তেকামাত" হইতে সংযোজন করা হয়েছে।

দরূদে নাজিয়ার ফজিলতের বর্ণনা

(১) দুনিয়ার সর্বপ্রকার বিপদ–আপদ, বালা–মছিবাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই দরূদ শরীফ অতীব ফলপ্রদ অজিফা।

হজরত আল্লামা এব্‌নে ফাকাহানী তাহার রচিত–ফাজরে মনির গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এক বোজর্গ ব্যক্তি স্বীয় বিপদজনক একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, একখানা ষ্টীমার নদীতে ডুবিতেছিল, তখন তিনিও সেই ষ্টীমারে যাত্রী ছিলেন, হঠাৎ তাহার তন্দ্রা ভাব হইল, এমতাবস্থায় হজরত রাছুলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) দর্শন লাভ করিলেন, হজরত তাহাকে এই দরূদ শরীফটি শিক্ষা দিয়া ফরমাইলেন যে "এই দরূদ শরীফটা অত্র ষ্টীমারের যাত্রীগণ যেন এক হাজার বার পড়ে" উক্ত বোজর্গ ব্যক্তি হজরত রাছুলুল্লাহ্‌র (দঃ) আদেশ প্রাপ্তে দরূদ শরীফটি যাত্রীগণকে শিক্ষা দিলেন এবং তিনশত বার পড়িতে পড়িতেই খোদার অনুগ্রহে ষ্টীমারটি বিপদ হইতে উদ্ধার হইল।

(২) যদি কোন ব্যক্তি চাকুরীর আশা করে অথবা প্রমোশন পাইতে চায় তবে প্রত্যহ এশার নামাজের পর একাগ্রচিত্তে ১১৬৫ এক হাজার একশত পঁয়ষট্টি বার পড়িবে। এই নিয়মে কম পক্ষে ৪১ দিবস পড়া চাই।

(৩) মামলা–মোকদ্দমায় খালাশ হওয়ার জন্য এই দরূদ অতি পরীক্ষিত। প্রত্যেক

নামাজান্তে ৩১৩ তিনশত তের বার করিয়া পড়িবে। কমপক্ষে ১২ দিন প্রত্যহ পড়া চাই। এতদ্ভিন্ন এই দরূদ যে কোন মকছুদের জন্য পড়িবে, খোদার অনুগ্রহে মকছুদ হাছেলহইবে।

(৪) তরিকত পন্থী মুরিদগণের প্রত্যেক নামাজের পর ৭ সাত বার করিয়া পড়া একান্তআবশ্যক।

بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِن جَمِيعِ الأَهوَالِ وَالاٰفَاتِ وَتَقضِى لَنَا بِهَا الحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُ نَابِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعلٰى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقصَ الغَايَاتِ مِن جَمِيعِ الخَيرَاتِ فِى الحَيٰوةِ وَبَعدَ المَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ -

উচ্চারণ : "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদেন্ ছালাতান্ তোনাজ্জিনা বেহা মিন্ জামিয়ীল্ আহওয়ালে, আল্ আফাতে, অ-তাক্দি লানা বেহা জামিয়া'ল হাজাতে, অ-তোতাহ্হেরোনা বেহা মিন্ জামিয়ীছ্ ছাইয়্যোআতে অ-তারফায়োনা বেহা এনদাকা আ'লাদ্দরাজাতে, অ-তোবাল্লেগোনা বেহা আক্ছাল, গা'য়াতে, মিন্ জামিয়ীল, খায়রাতে, ফিল হায়াতে, অ-বা'দাল মামাতে, ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়ীন কাদির।"

দরূদে তাফ্রিজিয়ায়ে নারিয়ার বর্ণনা

যদি কাহারও কোনরূপ কঠিন কার্য উপস্থিত হয়, তবে কয়েকজন লোক মিলিয়া নিম্নোক্ত দরূদে তাফ্রিজিয়ায়ে নারিয়া' ৪৪৪৪ বর পাঠ করিবে, খোদা চাহে শীঘ্রই তাহার সেই কার্য সুসম্পন্ন হইবে। শেখ মোহাম্মদ তুনুছী বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ প্রত্যহ ১১ বার করিয়া পাঠ করিবে, তাহার রেজেক্ আছমান হইতে নাজেল হইবে এবং জমিন হইতে অতি বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হইবে। হজরত ইমাম নাববী (রাহঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ১১ বার করিয়া এই দরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস করিবে তাহার রেজেকের উৎকৃষ্ঠ উপায় খোদা তা'য়ালা করিয়া দিবেন এবং অতি সহজে ধনী হইবে ও উচ্চপদ লাভ করিবে।

ইমাম তরতবী (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন কার্য সিদ্ধি ও কঠিন বিপদ বা কঠিন মোকদ্দমা হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই দরূদ শরীফ ৪৪৪৪ বার পড়িয়া তাহার উছিলায় খোদার দরবারে নিজের মকছুদের জন্য মোনাজাত করিবে, খোদাতায়ালা তাহার প্রেরিত মহাপুরুষের উছিলার নিশ্চয়ই কবুল হরিবেন। বিশেষতঃ কেহ কোন সম্মানিত পদ হইতে পদচ্যুত হইয়া তাহা প্রাপ্তির বাসনা করিলে, এই দরূদ শরীফ উপরোক্ত নিয়মে একাধিক্রমে ২১ দিবস পাঠ করিবে। খোদার অনুগ্রহে সঙ্গে সঙ্গে সফল মনোরথ হইবে। ফল কথা এই যে, ইহপরকালের সর্বপ্রকারের উন্নতি ও মঙ্গল অত্র দরূদ পাঠে হাছিল হইবে।

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَسَلِّم سَلَامًا تَامًا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِى تَنحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسنُ الْخَوَاتِمِ وَيُستَسقَى الْغَمَامُ بِوَجهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحبِهِ فِى كُلِّ لَمحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعلُومٍ لَكَ -

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ছাল্লে ছালাতান কামেলাতাও, অ-ছাল্লেম ছালামান্ তাম্মান আ'লা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিনিল্লাজি তান্‌হালো বিহিল ওকাদো অ-তানফারেজো বিহিল কোরাবো, অ-তোকজা বিহিল হাওয়ায়েজো, অ-তানালো বিহির রাগায়েবো, অ-হোছনোল্ খাওয়াতেমে, অ-ইউছতাছ-কাল্ গামামো, বে-ওয়াজহেহিল কারিমো অ-আ'লা আলেহি অ-ছাহবিহ ফিকুল্লে লাম্ হাতেও অ-নাফছিম বেআদাদে কুল্লে মা'লুমেল্‌লাকা।

জ্ঞাতব্য ঃ এই দুইটি দরূদ শরীফ জনাব হযরত আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব (রঃ) রচিত অজিফা ভান্ডার হইতে সংযোজন করা হইল।

মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানে কতিপয় কছিদা বিখ্যাত ছাহাবী কবি হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাঃ) তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বিশ্বনবীর অতুলনীয় প্রশংসা করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতে নিজকে আরো ধন্য করিয়া তুলিয়াছেন।

واحسن منك لم ترقط عينى

واجعل منك لم تلد النساء

خلقت مبرا من كل عيب

كانك قد خلقت كما

আপনার অত্যধিক সুন্দরতম মুখমণ্ডল হইতে অধিক সুন্দর মুখমণ্ডল আমার চক্ষু আর কখনো দর্শন করে নাই। আপনার মত সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব দুনিয়ার আর কোন মহিলা প্রসব করে নাই।

আপনি প্রত্যেক দোষত্রুটি হইতে পূত ও পবিত্র হইয়া এই ধরাধামে তাশরীফ আনিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনাকে এইরূপ নির্দোষী ও নিষ্কলংক করিয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছে।

হযরত শেখ সাদী (রহঃ) হুজুরের শানে মর্যাদাপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী না'ত লিখিয়া আল্লাহ্‌র নিকট আপন নাজাতের পথ বাছিয়া লইয়াছেন এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক মনিষী ও আশেকে রাসুল হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র সাজিয়া সম্মানের সিংহাসন অলংকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

بَلَغَ العُلى بِكَمَالِه -كَشَفَ الدَّجى بجَمَالِه

حَسُنَت جَمِيعُ خِصَالِه- صَلُّوا عَلَيهِ وَآلِه

অতিশয় মহান গুণ–গান যাঁহার
রূপে যার দূরীভূত হল অন্ধকার
মনোহর যাঁহার সমুদয় আচার
পড় সবে দরূদ উপরে তাঁহার। (বুস্তা)

আরো একস্থানে শেখ সাদী (রহঃ) নূরনবীর শানে ইশ্‌কের কলম চালাইলেনঃ-

ترا عزلولاك تمكين بس است
ثنائے تو طه ويسين بس است

আপনার সম্মান ও ইজ্জত বুঝিয়া লওয়ার জন্য 'লাওলাকা' বলাই যথেষ্ট। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছিলেন হে হাবীব! আপনি যদি সৃষ্টি না হইতেন তবে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করিতাম না! আপনাকে সৃষ্টি করার কারণেই সমস্ত বিশ্ব জগত সৃষ্টি করিয়াছি।)

পবিত্র কোরআনে 'তা-হা ও ইয়া-সীন' সূরাগুলি আপনার নাম যোগে আরম্ভ করার মাধ্যমে আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা জানিয়া লইবার জন্য যথেষ্ট।

প্রিয় নূরনবীর আর একজন প্রেমিক খাজা হাফিজ (রাঃ)। তিনি শানে রাসূলের ময়দানে তাঁহার চরম পাণ্ডিত্যপূর্ণ না'তে রাসূলের শক্তিশালী ঘোড়া চালাইয়া সফলতার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন এবং উহাকে স্বীয় নাজাতের উছিলা বানাইয়া লইয়াছেন।

ياصاحب الجمال وياسيد البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر
لايمكن الثناء كما كان حقه
بعد ازخدا بزرگ توئی قصه مختصر

হে সৌন্দর্য্যের অধিপতি! হে মানব জাতির নেতা! আপনার জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলের কিরণ হইতেই চাঁদ কিরণ পাইয়াছে।

আপনার প্রশংসা গুণগান যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়া শেষ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। তবে এতটুকু বলা যাইতে পারে যে আল্লাহ রাববুল ইজ্জাতের পরে সৃষ্টির সেরা হিসাবে আপনিই সম্মানিত।

বিখ্যাত কছীদা বোর্দার মোছান্নেফ (রঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানে বলেন-(অংশ বিশেষ)

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّ مِنْ عَجَمٍ

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়া আখেরাত মানব-দানব এবং আরব অনারব সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের সর্দার

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِ تُرجى شَفَاعتهُ
لِكُلِّ حَولٍ مِنَ الاهوَال مُقتَحِمِ

তিনি আল্লাহ্‌র এমন প্রিয় যে-সকল প্রকার ভয়ঙ্কর বিপদাদীর সময় তাঁহার সুপারিশের আশা করা যায়।

تَبَرَكَ اللّٰهُ مَا وَحى بِمُكتَسَبٍ
وَلَا نَبِيٌّ عَلى غَيبٍ بِمُتَهَمِ

আল্লাহ্ পাক বরকত ওয়ালা। ওয়াহী ও পয়গম্বরী উপার্জনীয় বস্তু নহে। এবং কোন নবী গায়েবের সংবাদদাতা হিসাবে অবিশ্বাস্য নহেন।

كَم ابرَاتُ وَصَبا بِاللَّمسِ رَاحَتُهُ
وَاطلَقت ارِبًا مِن رِبقَةِ اللَّمَمِ

হযরত নবী (ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) স্বীয় পবিত্র হস্তের স্পর্শ দ্বারা বহ ব্যাধিগ্রস্থ রোগীকে আরোগ্য দান করিয়াছেন। এবং কত পাগল তাঁহার স্পর্শ দ্বারা পাগলামীর বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

পরিশেষে হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ হোসাইন আহমদ (রঃ) জৌনপুরী ইবনে আব্দুর রব (রঃ) ইবনে মাহমুদ (রঃ) ইবনে কারামত আলী (রঃ) জৌনপুরী রবিউল আউলয়াল মাসে হজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লামের জন্ম সম্পর্কে রচিত কবিতা উদ্ধৃতি করিলাম যাহা জনাব আলহাজ্ব মাওলানা জাফর আহমদ ছিদ্দিকী ছাহেব জৌনপুরী অত্র প্রকাশক-কে দিয়েছেন।

اے خوشا وقت کہ پھر آیا ربیع الاول صفحۂ سال پر گویا کہ ہے سنہری جدول -

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ -

হে আল্লাহ দরুদ ছালাম প্রেরণ করুন আমাদের নেতা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আল-াইহে ওয়া ছাল্লাম এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর।

লেখক পরিচিতি

হিন্দুস্তানের মধ্যেজৌনপূর অত্যন্ত পুরাতন শহর। এই শহরে মুসলমান রাজত্বকালের "শাহীমসজিদ" সুপ্রসিদ্ধ। মোল্লাটোলা নামে মহল্লাটী বহু আলেমের বাসস্থান।

বারশত পোনের হিজরীর মোহাররাম্ চাঁদের আঁঠারো তারিখ শুভদিনের শুভক্ষণে শেষ জামানার হাদী, মোর্শেদে বরহাক, আমিরুল মোমেনীন, আলহাজ্ব, হজরত মাওলানা শাহ কারামাত আলী ছাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হজরত মাওলানা আবুইব্রাহিম শায়খ এমাম বখ্স্ (রাহঃ) একজন তাপস ও অত্যন্ত বোজর্গ লোক ছিলেন।

হজরত মাওলানা কারামাত আলী (রাহঃ) যে সময় বাংলা আসাম হেদায়েতে আসিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মের দিক দিয়া এতদ্দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং শের্ক বেদায়া'তে তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলার মুসলমানগণ কালী পূজা, দূর্গা পূজা, মানসী পূজা, স্বরস্বতী পূজা, শনি পূজা, গাছপালা–তরুলতা ইত্যাদি পূজা পার্ব্বনে হিন্দুদের সঙ্গে সমান ভাবেই যোগদান করিত। লক্ষ্মী পূজার লারু খাওয়া' কলা গাছের ভেলায় করিয়া প্রদীপ ভাষাইয়া দেওয়া, দরগা পূজা, কবর পূজা, বাৎসরিক ওরছে স্ত্রী পুরুষের মেলায় যোগদান করা, হারাম খোরী, ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কারে বাংলার মুসলমান সমাজকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। আল্লাহ্র এবাদাত ছাড়িয়া মানুষের এবাদাত করিত। শরিয়ত বিরোধী প্রবঞ্চক, প্রতারক, দাগাবাজগণ, পীর সাজিয়া অজ্ঞ সমাজকে নানা প্রকার অলৌকিক কাণ্ড কীর্ত্তি দ্বারা প্রতারিত করিত। নামায–রোযা, ত্যাগ দিয়া স্ত্রী পুরুষে একত্রিত ভাব নর্ত্তন, কুর্দ্দন, ও গান বাদ্য দ্বারা হাল্কায়ে যেক্র করিত। "সেজ্দায়ে তাহিয়্যা" বা পীরকে সেজ্দা করাই উত্তম উপাসনারূপে–পরিগণিত হইত। খারেজী দল এ দেশে জুমার–নামায নাজায়েয প্রকাশ করিয়া সাদা সিদা মোসলমানগণকে গোমরাহীর মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করিয়াছিল। ধর্ম্ম বিদ্যার কোন চর্চা বা উহার শিক্ষার কোন কেন্দ্র–মক্তব, মাদ্রাসা বলিতে কিছুই ছিলনা।

এছলামের এই ঘোর দুর্দ্দিনে হজরত মোজাদ্দেদ মাহাত্মা ছৈয়দ আহমাদ (রাঃ) তদীয় উপযুক্ত ও প্রধানতম খলিফা–হজরত মাওলানা, শাহ কারামাতআলী জৌনপুরী (রাহঃ) কে–যুদ্ধে না নিয়া বাংলা ও আসাম প্রদেশে পাঠাইলেন। হজরত মাওলানা জৌনপুরী (রাহঃ) স্বীয় মোর্শেদে বরহকের আদেশ অবনত মস্তকে ধারণ করতঃ বাংলা

ও আসাম দেশ হেদায়েত করিবার জন্য হেদায়েত–যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

মহাত্মা মোজাদ্দেদ ছৈয়দ আহমাদ রাহমাতুল্লাহে আলাইহের বহু উপযুক্ত খলিফা ছিলেন। হজরত মাওলানা মোহাম্মদ ইছমাইল শহীদ (রাহঃ), হজরত মাওলানা আব্দুলহাই মোহাদ্দেছে দেহ্লভী (রাহঃ) কলিকাতার হজরত মাওলানা হাফেজ জামালুদ্দিন ছাহেব (রাহঃ) হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী রামপুরী (রাহঃ) নোয়াখালী জিলার কোত্‌বুল এরশাদ হজরত মাওলানা শাহ এমামুদ্দিন ছাহেব (রাহঃ) হজরত হাজী এমদাদ–উল্লা (রাহঃ) ছাহেবের পীর হজরত মাওলানা মিঞাজী নূর মোহাম্মদ জানজবী (রাহঃ), মক্কা শরীফের হানাফী মোছাল্লার এমাম শায়খোল্ আয়েম্মা হজরত মোস্তাফা মোরাদ (রাহঃ) তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু মহাত্মা মোজাদ্দেদ (রাহঃ) এর জন্ম গ্রহণের চৌদ্দবৎসর সতের দিন পরেই আল্লাহ তায়লার খাছরহমতে তাঁহার এমন একজন সুযোগ্য ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন খলিফা জন্ম গ্রহণ করিলেন, যাহার দ্বারা নবী নির্দেশিত হেদায়েত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবং যাহার সাধ্য সাধনা ও অশেষ পরিশ্রমের ফলে হিন্দুস্তান, বিশেষতঃ বাংলা ও আসাম প্রদেশের সকল প্রকার গোমরাহী বিদূরিত হইয়া শরিয়ত প্রদীপ ও আধ্যাত্মিক মশাল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। তিনি ছিলেন কোত্‌বোল এরশাদ, হাদীয়ে জামান, আলহাজ্ব, শাহ্ছুফী, কারী, হজরত মাওলানা–শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রাঃ)

তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবন এবং পূর্ণ ৫১ বৎসর ব্যাপী বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র এছলামের খাঁটি বীজ বপন, রাফেজী, খারেজী নন্‌জুমা ও গায়েরেমোকাল্লেদ গণের সঙ্গে বাহাছ মোবাহাছায় জয়লাভ; স্থানে স্থানে মক্তব, মাদ্রাসা স্থাপন ও মস্‌জিদ নির্ম্মান, ইত্যাদি।

মহাত্মা ছৈয়েদ আহমাদ বেরলবী (রহঃ) ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বারশত এক হিজরী, মোহাররাম মাসের ১লা তারিখের শুভক্ষণে ধরা ধামে পদার্পন করিলেন। তাঁহার জন্মস্থান রায় বেরেলী। তাঁহার সাধ্য সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতবর্ষে খোদার একত্ব, মহত্ব এবং বিশ্বনবীর ছুন্নত 'নব জীবন লাভ করিল; ধর্ম্মের স্তম্ভ সুদৃঢ় হইল। তারিখোল এছলাম আব্বাছীর ৫৫২ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :

অর্থ : "মাওলানা ছৈয়দ আহমাদ সাহেবকে সারা–উত্তর–পশ্চিম হিন্দুস্থানের শিক্ষিত সমাজ ভাল ভাবেই জানেন। তিনি রায় বেরেলীর অধিবাসী ছিলেন। আরবী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্ব নবীর ছুন্নত তাঁহারই সুদৃষ্টিতে হিন্দুস্থানে জীবিত হইয়াছে। নতুবা লোকে কেবল বিশ্বনবীর সম্মান করাকেই যথেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত, তাঁহার

তরিকা ও রীতিনীতির প্রতি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপই করিতনা। তিনি "আলেম" "মোহাদ্দেছ" (হাদীছ সাস্ত্রে পন্ডিত) "ওয়ায়েজ" (বক্তা) "মুজাহেদ" (যোদ্ধা) এবং "অলিউল্লাহ" (আল্লার-বন্ধু) ছিলেন। তিনি পেশাওয়ার ও হাজারা জিলার অসংখ্য মু-ছলমানদিগকে শিখ্‌দের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আফ্‌গানিস্তান ও আরব দেশে তাঁহার বহু অনুসরণকারী আজও বিদ্যমান। সহস্র ২ হিন্দু ও ইংরেজ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ তাঁহার নিকট মুছলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁহার তূল্য সৎ ও মহৎ কেহই ছিলনা। তিনিই পরাধীনজাতির আজাদীর এক অপূর্ব্ব প্রেরণা দিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব প্রকার কার্য্যাবলী ছাহাবা (রাহঃ) দের ন্যায়ই ছিল। ছৈয়দ আহমদ ছাহেব ও তদীয় প্রিয় শিষ্যঃ প্রধানতম খলিফা মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল ছাহেব দ্বারাই "এলমে হাদিছ" ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছে। তিনি ধর্ম্মদ্রোহী ও বেধর্ম্মীদের সঙ্গে বহু যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত বালা কোট ময়দানে শিখ্‌দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই (২৪শে জিলকদ ১২৪৬ হিজরী) ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শহীদ হইয়াছেন।" ইন্না লিল্লাহে আইন্না এলাইহে রাজেউন।

(জনাব হযরত আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেব (রঃ) রচিত মোর্শেদ চরিত্র হইতে গৃহীত।)

হযরত মাওলানা শাহ্‌ কারামত আলী (রঃ) জৌনপুরী তাঁহার রচিত মুরাদুল মুরীদীন কিতাবে তরীকায়ে নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়ার সিলাসিলার বুযুর্গদের যে তালিকা দিয়েছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(আলহাজ্ব হযরত মাওলানা) ফকীর কারামাত আলী, হযরত সাইয়েদ আহমদ (রঃ) হযরত মাওলানা শাহ্‌, আবদুল আজীজ (রঃ) হযরত মাওলানা শাহ্‌ ওলী উল্লাহ (রঃ) হযরত শায়াখ আবদুর রহিম (রঃ) হযরত শেখ আব্দুল্লাহ আকবরাবাদী (রঃ) হযরত সাইয়েদ আদম বনুরী (রঃ) হযরত শায়েখ আহমদ ছেরহেন্দী মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রঃ) হযরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (রঃ) হযরত খাজা আমক নকী (রঃ) হযরত মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ) হযরত মাওলানা জাহেদ (রঃ) হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্‌ আহরার (রঃ) হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ) হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রঃ) হযরত খাজা বাবা ছাম্মাছী (রঃ) হযরত খাজা আলী রামিতিনী (রঃ) হযরত খাজা মাহমুদুল খায়ের ফাগনুবী (রঃ) হযরত খাজা আরেফ রেগওরী (রঃ) হযরত খাজায়ে খাজেগানে খাজা আব্দুল খালেক আজদাওয়ানী (রঃ) হযরত খাজা ইউসুফ হামদানী (রঃ) হযরত খাজা আবু আলী ফারমেদী (রঃ) হযরত

ইমাম আবুল কাছেম কোশাইরী (রঃ) হযরত শেখ আবু আলী দাকাক (রঃ) হযরত শেখ আবুল কাছেম নাছিরাবাদী (রঃ) হযরত শেখ আবু বকর শিবলী (রঃ) হযরত সাইয়েদুত্ তায়েফা জুনোয়েদ বাগদাদী (রঃ) হযরত শেখ আবুল হাছান ছেরিছকতী (রঃ) হযরত শেখ মা'রুফ কারখী (রঃ) হযরত ইমাম আলী রেজা (রঃ) হযরত ইমাম মুছা কাযেম (রঃ) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) রায়ীছুল ফেকোহা ওয়াত্তাবেয়ীন, হযরত কাছেম এবনে মোহাম্মদ (রঃ) হযরত সালমান ফারেছী ছাহাবয়ে রসূলে খোদা (সঃ), হযরত আমিরুল মুমেনীন সাইয়েদুল মুছলেমীন আফযালুল খুলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), জনাবে সাইয়েদুল মুরছালীন ইমামুল মুত্তাকিন, হযরত আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহেওয়াসাল্লাম।

পূর্ণ ৫৭ বৎসর তম্মধ্যে ৫১ বৎসর বাংলা ও আসামে হেদায়েত কার্য পরিচালনার পর ৭৫ বৎসর বয়সে ১২৯০ হিজরীর ২রা রবিউসসানী শুক্রবার হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) বাংলাদেশের রংপুর জেলা শহরে মুন্সীপাড়ায় ইন্তেকাল করেন। তাহার মাজার শরীফ তথাকার মুন্সীপাড়া জামে মসজিদের মধ্যে অবস্থিত। মৃত্যুকালে তাহার বড় সাহেবজাদা কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহম্মদ ছাহেব (রঃ)কে গদদীনশীন করিয়া যান।

হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহম্মদ ছাহেব (রঃ) ১২৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শরীয়ত ও তরীকত, কোরআন ও হাদিসের উচ্চ শিক্ষায় উন্নত এই কামেল বুজুর্গ অলীআল্লাহ ২৭ বৎসর যাবৎ বাংলা আসাম হেদায়েত কার্য পরিচালনার পর ১৩১৬ হিজরীর ৬ই রমজান ৬ই মাঘ ১৩০৫ বাংলা সনে বৃহস্পতিবার ঢাকা সদরঘাটে স্বীয় বজরা/বোটে ইন্তেকাল করেন। ঢাকা মহানগরীর চকবাজার জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে তাহার মাজার শরীফ অবস্থিত।